শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা

পূজারী, অ্যাটলান্টা, জর্জিয়া

২রা ও ৩রা কার্ত্তিক, ১৪০৩

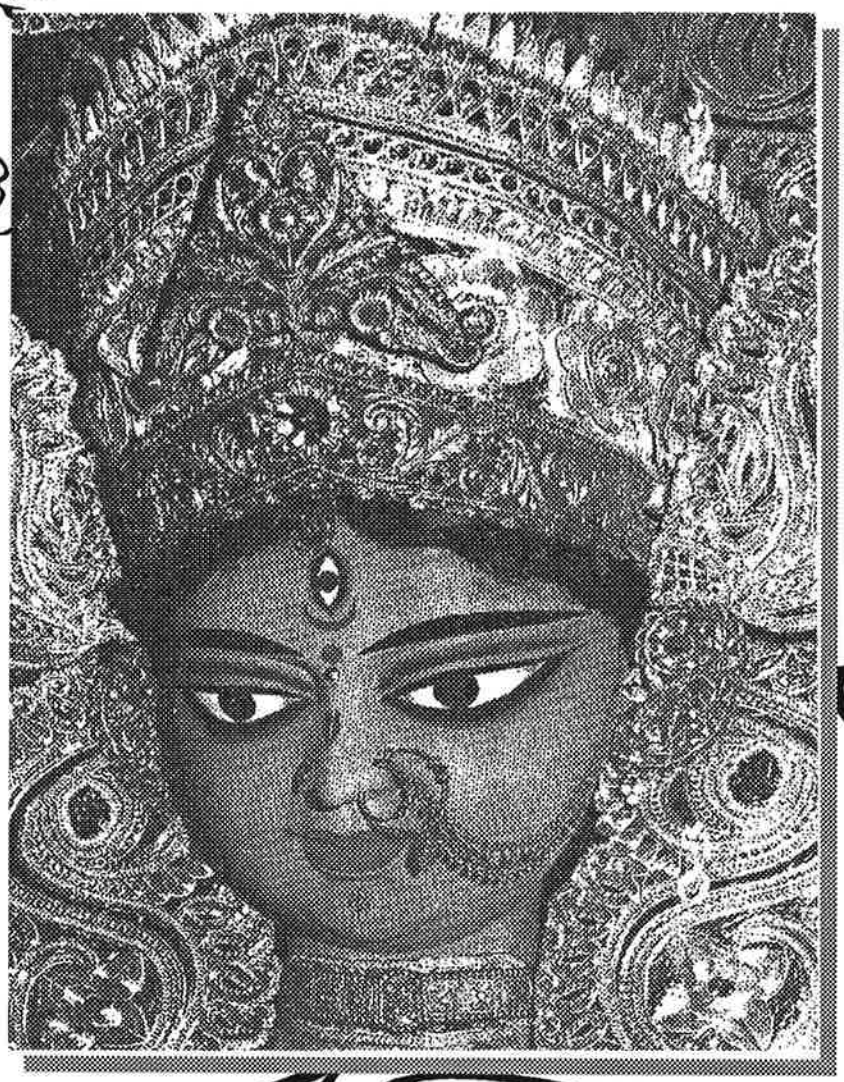

Sree Sree Durga Puja

Pujari, Atlanta, Georgia

October 19 & 20, 1996

চণ্ডী থেকে

সর্বমঙ্গলের তুমি মঙ্গলকারিণী
শিবা তুমি সর্বাভীষ্টসাধিকাও তুমি
সবার শরণ্য তুমি, তুমি ত্রিনয়নী
তুমি গৌরী নারায়ণী তোমাকে প্রণমি।

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তিস্বরূপিনী
তুমি সনাতনী তুমি ত্রিগুণ আশ্রয়ী
তবুও ত্রিগুণময়ী তুমি নারায়ণী
প্রণাম তোমায় মাতা ওগো কৃপাময়ী।

তুমি মা শরণাগত দীন ও আর্ত্তের
রয়েছ সতত দেবী পরিত্রাণে রতা
দুঃখনাশিনী তুমি সকল জনের
প্রণমি তোমাকে মোরা নারায়ণী মাতা।

1996 DURGA PUJA PROGRAM

অনুষ্ঠান সূচি

Saturday, October 19, 1996	
Puja	10 am
Anjali	12 noon
Prosad	1pm
Entertainment	3:30 pm
Arati	8 pm
Prosad	9 pm

২ কার্ত্তিক, ১৪০৩, শনিবার	
পূজা	বেলা দশটা
অঞ্জলি	বেলা বারোটা
প্রসাদ	বেলা একটা
বিচিত্রানুষ্ঠান	বিকেল সাড়ে তিনটে
সন্ধ্যারতি	রাত্রি আটটা
প্রসাদ	রাত্রি ন'টা

Sunday, October 20, 1996	
Puja	10 am
Anjali	12 noon
Prosad	1 pm

৩ কার্ত্তিক, ১৪০৩, রবিবার	
পূজা	বেলা দশটা
অঞ্জলি	বেলা বারোটা
প্রসাদ	বেলা একটা

Brochure 1996 Credits:

Editing and typing:
Jayanti Lahiri, Rekha Mitra, Samar Mitra, Amitava Sen, Suzanne Sen

Cover:
Asok Basu

Brochure Design:
Amitava Sen

Production:
Asok Basu, Amitava Sen

Published by:
Pujari
4515 Holliston Road
Doraville, Georgia 30360
tel: (770) 451-8587

CONTENTS

Samar Mitra	অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং	4
Samar Mitra	যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী সংবাদ	8
Chandra Binod Das	প্রভাত	9
Rekha Mitra	প্রশ্ন	10
Susmita Mahalanobis	শরতের কাঠবেড়ালি	13
Bithhi Chakraborty	বাঘ ছাল	14
Hillol Roy	চিন্তা-ভাবনা: বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ	17
Hillol Roy	প্রবাস ও পেশা	18
Goutam Gupta	পরিবর্ত্তন	20
M. H. Akmal	অসময়ে স্বাগতম	22
Goutam Gupta	কেনেশর স্মৃতি	22
Hillol Roy	উল্টো-সোজা	23
Sabyasachi Gupta	সিঙ্গাপুর আর হংকং দেখে এলাম	24
Sabyasachi Gupta	Blizzard of '96	27
Rajarshi Gupta	Atlanta Olympics	27
Pranab Lahiri	Fly Like a Dove	27
Sabyasachi Gupta	Visiting the Metros of the World	28
Yasho Lahiri	Durga Puja	29
Deepanita Chakraborty-Sengupta	Two Pink Doors in Paris	30
Priyanka Mahalanobis	Vegetables (poem)	44
Monalisa Ghosh	My Closet (poem)	44
Marjorie Sen	Still Life (drawing)	45
Rahul Basu	Hummingbirds (article & drawing)	46
Pia Basu	Magic Naturally (poem & drawing)	47
Debayan Bhaumik	Missile Shooting (drawing)	48
Joe Bhaumik	The Olympics, Soccer (drawing)	49
Entertainment Program		50
Synopsis of Play	কাঞ্চনরঙ্গ	51
Special Thanks		52
Directory of Members		
Statement of Accounts		

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং

সমর মিত্র

ভগবদ্‌গীতার নবম্ অধ্যায়ে (রাজযোগ ৯ : ২২) শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন যে ' যাঁরা সব সময় আমার কথা চিন্তা করেন ও আমার উপাসনা করেন (যাঁদের আমি ছাড়া অন্য কাম্য বা উপাস্য বা ভজনীয় দেবতা নেই) তাঁরা অনন্য বা অসাধারন। আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত সেই সব ব্যক্তিদের জীবন যাপনের ভার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমি বহন করি '। মূল শ্লোকটি হল,

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।

এই শ্লোকে অনন্যাঃ ও মাং এই শব্দদুটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ভাষ্যকারেরা সে বিষয়ে একমত পোষণ করেন না। মাং শব্দটি যার প্রচলিত বা বিশেষ অর্থ হল আমাকে, সেটি গীতার বহু শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া অহং, মম, ময়ি, ময়া, মৎ এই শব্দগুলি তো আছেই। অনন্য শব্দটি অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের মধ্যে আটটি শ্লোকে দেখতে পাওয়া যায়।

মাং কথাটি ব্যবহার করে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বুঝিয়েছেন বলে অনেকের ধারণা। এই মতের বিরুদ্ধে বলা যায় যে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান অথবা ভগবানের অবতার যাই মনে করা যাক না কেন ঐ দ্বাপর যুগে তিনি মানুষের দেহ ধারন করে জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি ইত্যাদি ষড়বিকার সবই ভোগ করেছিলেন। পরবর্ত্তীকালের মানুষ তাঁর জন্ম ও কর্মের কথা শুনেছে মাত্র। তিনিই একমাত্র শরনয হলে তাঁর আগেরকালের মানুষদের অথবা পরবর্ত্তীকালে পৃথিবীর অন্যত্র যেখানে তাঁর সংবাদ পৌঁছোয়নি সেখানকার মানুষদের তাহলে সদ্‌গতি হবার উপায় ছিল না বা নেই এই কথা মানতে হয়। ঠিক তেমনি অন্য কোন অবতার বা মহাপুরুষ অতীতে অথবা ভবিষ্যতে ঐ ধরণের কথা বলে থাকলে তাও গ্রাহ্য করা যাবে না। যীশুই একমাত্র পরিত্রাতা এক গোষ্ঠীর ক্রীশ্চানদের এইরকম বিশ্বাস। যীশুকে না মানলে নাকি নরকবাস অনিবার্য্য তাঁরা এই মত পোষণ ও প্রচার করেন।

গীতার বাণী কালজয়ী, তাই এ ধরণের প্রশ্ন উঠতে পারেনা। অতএব মানতে হবে যে মাং, অহং ইত্যাদি শব্দগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই গীতার সর্বত্র প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেননি। অর্থাৎ গীতায় মাং শব্দটি যে ঐ বিশেষ ব্যবহারিক অর্থে নয়, বরং আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সেটাই যুক্তিসঙ্গত বলে মানা যেতে পারে। সেই অর্থে যে আমির কথাটি এখানে বলা হয়েছে সেই আমি কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের কাছে দৃশ্যমান শ্রীকৃষ্ণের দেহের দ্বারা সীমিত নয়। সেই আমিটি হলেন পরমাত্মা যিনি স্থান, কাল নির্বিশেষে সর্ববস্তুতে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। প্রতি জীবদেহে সেই এক আমি অস্বচ্ছদৃষ্টি আমাদের কাছে খন্ড খন্ড অসংখ্য আমিরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন।

আমাদের দৃষ্টি যে অস্বচ্ছ, গীতার বিভূতিযোগে বিভিন্নশ্লোকে তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তার একটিতে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন (গীতা ১০ : ৩৭) যে, বৃষ্ণিবংশে তিনি যেমন বাসুদেব তেমনি তিনিই আবার পান্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদের মধ্যে ব্যাস ইত্যাদি। আরো আগে কর্মযোগের বর্ণনা শেষ করে চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনায় বলেছেন যে এই অব্যয় যোগ আমি পুরাকালে

সূর্যকে বলেছিলাম। সে কথা শুনে অর্জুন বলেছিলেন যে সূর্যের জন্ম তো তোমার জন্মের অনেক আগে তাহলে তুমি কি করে এই যোগের কথা সূর্যকে বলেছিলে ঐ গীতা ৪ : ৪) ? উত্তরে পরের শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন যে আমাদের এই একটাই জন্ম নয়, এর আগে আমরা আরো অনেকবার জন্মেছি তবে তোমার সে সবকথা মনে নেই। তার একটু পরেই বলেছেন সেই বিখ্যাত শ্লোকটি যে পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হলে আমি তার প্রতিকারের জন্যে নিজেকে সৃষ্টি করি (৪ : ৭)। এমনি আরো অনেক শ্লোক আছে। তেমনি আবার অনেক শ্লোক আছে যেখানে অহং ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করে তাঁর কৃষ্ণের রূপটির পরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কৃষ্ণরূপে তিনি যে স্বয়ং ভগবান সে তথ্য মনে হয় সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে সেখানে যেখানে তিনি অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়ে তার বিশ্বরূপ দর্শনের প্রার্থনা পূরণ করেছেন।

এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে শ্রীভগবানের বলা এই নিবন্ধের আলোচ্য শ্লোকটির অর্থ হল যে শুধু কৃষ্ণরূপে নয়, সেই চিরন্তন বিভু বা সর্বব্যাপী আমিই জীবের সাধ্য এবং তাঁকে জানার প্রচেষ্টাই জীবের সাধনা। সেই সাধনা যে সহজ নয় আগেই শ্রীভগবান বলেছেন সেকথা। অনেক জন্মের সঞ্চিত পূণ্যকর্মের ফলে জীবের প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়। তখন সে মাং বা আমাতে শরণাগত হয় কারণ সে বুঝতে পারে যে (গীতা ৭ : ১৯) সবই বাসুদেব, বাসুদেব ছাড়া আর কিছুই নেই। এই বিশ্বে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি হয়েছেন। এখানেও মাং শব্দটির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য এবং বসুদেবের পুত্র হিসেবে কৃষ্ণ বাসুদেব নামে পরিচিত হলেও এই শ্লোকে বাসুদেব বলে তিনি যে নিজেকে বুঝিয়েছেন এমন মনে করার কারণ নেই। যে দিব্যশক্তি সব কিছুর মধ্যে বাস করছেন তিনিই বাসুদেব, তিনিই মাং। এই শ্লোকটির শেষে শ্রীভগবান বললেন যে এই জ্ঞানে জ্ঞানী হয়েছেন যিনি নিঃসন্দেহে তিনিই মহাত্মা আর এই রকম মহাত্মা এ জগতে শুধু যে দুর্লভ তা নয় তিনি অত্যন্ত দুর্লভ বা সুদুর্লভ।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান যে জনাঃ অর্থাৎ সেই সব মানুষদের কথা বলছেন যাঁরা অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং অর্থাৎ আমাকে অথবা সেই পরম তত্ত্বকে অনন্য জেনে কিংবা অন্য সমস্ত চিন্তা বিসর্জন দিয়ে পর্যুপাসতে বা বিশেষভাবে উপাসনা করেন। এই পর্যুপাসতে কথাটি পরি + উপাসতে করে পাওয়া যায়। ত্যাগ বা বর্জন অর্থে পরি উপসর্গটির ব্যবহার হয়, সেক্ষেত্রে পর্যুপাসতে এই সম্পূর্ণ কথাটির অর্থ দাঁড়াল বর্জনপূর্বক উপাসনা। অর্থাৎ অন্য চিন্তা, ভাবনা ইত্যাদি বর্জন করে উপাসনা। এইভাবে উপাসনার ধরন ও তার গুরুত্ব কতখানি তা জানা গেল। শ্লোকটির পরবর্তী অংশে এই উপাসনার ফল বর্ণনা করেছেন শ্রীভগবান। কিন্তু তার আগে উপাসনা বস্তুটি কি সে সম্বন্ধে একটু ভাবা যেতে পারে।

উপ + আসনা করে উপাসনা কথাটি সৃষ্টি হয়েছে। উপ শব্দটির অর্থ নিকটে, তাই উপাস্য বস্তুর নিকটে আসন গ্রহণ করা বা বসে থাকা উপাসনার এইরকম অর্থ করা যেতে পারে। যে বস্তুটি প্রিয় তারই নিকটে বসা যায় এবং সেই অবস্থায় তারই চিন্তায় তন্ময় হওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে উপাসনার মত উপবাস কথাটিরও মুখ্য অর্থ নিকটে বাস করা, নিরাহার বা আহার বর্জন হল গৌন, তবে বহুল প্রচলিত অর্থ। আহার বর্জনের উদ্দেশ্য হল উপবাস অর্থাৎ অন্য ভাবনা ত্যাগ করে ইষ্টের ভাবনায় ভাবিত হতে পারার এ একটা উপায়। এই দিক দিয়ে দেখলে তাঁর ধ্যান, তাঁর কথা শ্রবন, মনন, কীর্তন, তাঁর পূজা ইত্যাদি সবই ঐ উপাসনার অঙ্গ বলা যেতে পারে। গীতার শংকরভাষ্যের টীকার রচয়িতা আনন্দগিরি উপাসনার অর্থ করেছেন শাস্ত্রীয় উপদেশের সাহায্যে উপাস্যবস্তুর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে আর সকল পদার্থ থেকে মনকে প্রত্যাহৃত করে

দেখিয়ে। চৈতন্য মহাপ্রভু কেঁদে কেঁদে বলতেন, ' মুখে একবার কৃষ্ণ বল আর বলে আমাকে কিনে নাও '। ঈশ্বর মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ঠিকই তবে শাস্ত্র, গুরু আর সাধুদের মাধ্যমে তাকে শ্রেয় আর প্রেয় বস্তুর পার্থক্য বোঝানোর ব্যবস্থাও করেছেন। কিন্তু এই বোঝানো পর্যন্তই, তার পরে যা, তা তিনি মানুষের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। জোর করে মানুষকে দিয়ে কোন কিছু করানোর পক্ষপাতী যে তিনি নন তা বেশ বোঝা যায়। গীতায় ভালো মন্দ, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ধর্ম অধর্ম সম্বন্ধে নানা কথা বলার পরে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন যে ' বিমৃষ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ' (১৮ : ৬৩), অর্থাৎ ভালোভাবে এই সমস্ত বিবেচনা করে তোমার যা করতে ইচ্ছে হয় তাই কর।

তবে এই শ্রেয়ের পথের যাত্রীদের তিনি সাহায্য করেন। এই পথ শুধু যে দীর্ঘ তাই নয় দুর্গমও বটে। সেকারণে পথে নেমে নিরাশ হয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই যদি না ভরসা ও সাহস দেবার মত কোন কিছুকে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের আলোচ্য শ্লোকটির সমাপ্তিতে যোগক্ষেমং বহাম্যহং বলে শ্রীভগবান আমাদের সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেমনভাবে এই ভার তিনি বইবেন সে সম্বন্ধে গীতায় প্রত্যক্ষভাবে কিছু না বললেও পরোক্ষভাবে কিন্তু একটি পরম আশ্বাসের কথা শুনিয়েছেন আমাদের। এক জীবনে যে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলো না অথবা যে পথভ্রষ্ট হল তার কি গতি হবে অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলেছিলেন যে তেমন ব্যক্তি পবিত্র ও শ্রীসম্পন্ন কোন বংশে অথবা কোন যোগীর কুলে জন্মগ্রহন করবেন (গীতা ৬ : ৪১ - ৪৩)। অনুকূল পরিবেশে জন্ম হওয়ায় তার পূর্বজন্মের সংস্কার তাকে সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যোগ ও ক্ষেমের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার এ এক আশ্চর্য্য উদাহরন।

এখন প্রশ্ন হল এই অনন্যচিন্তার তো একটা বিষয় থাকবে, সেটা কি রকমের ? শ্রীভগবান বলেছেন যে ' বিষয়টি অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, অক্ষর (গীতা ১২ : ৩-৪) এই ভেবে সর্বভূতের মঙ্গল সাধনে রত, সর্বত্র সমবুদ্ধি ও সংযমী কেউ কেউ তার উপাসনা করেন। কিন্তু পরিশেষে তারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। তবে ক্লেশবহুল ঐ পথ সবার জন্যে নয়।' এর আগে যাদের সাকার পছন্দ তাদের হয়ে অর্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করেছিলেন যে কি কি ভাবে তিনি সেই ইষ্টের (গীতা ১০ : ১৭) চিন্তা করবেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ' এই জগতে স্থাবর, জঙ্গম, এমন কি ভাব প্রকাশের জন্যে যে ভাষা, সে সবই আমার রূপ বলে জানবে। বৃষ্ণিবংশের বাসুদেব যেমন আমি, পাণ্ডবদের মধ্যে তুমি যে ধনঞ্জয় সেও আমি। দেবতাদের মধ্যে আমি দেবরাজ ইন্দ্র, সর্পকুলের মধ্যে আমি বাসুকি, স্থাবরদের মধ্যে আমিই নগাধিরাজ হিমালয়। তেমনি বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, মন্ত্রের মধ্যে আমি গায়ত্রী। এ সবই আমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ।'

তিনি বিভু, তিনিই সব হয়েছেন এই তথ্যটি হৃদয়ঙ্গম করে অর্জুন বিশ্বরূপ দেখার অধিকার পেয়েছিলেন। কিন্তু সে তো সাধারন জীবের আয়ত্তের বাইরে। তার আত্যন্তিক কল্যাণের উপায় তবে কি হবে ? ভাগবত বলছেন এ যুগের মানুষের পক্ষে ইষ্টের নামই যথেষ্ট। নামই সাধ্য আর ঐ নাম করার ও নামে রতি আনার প্রচেষ্টাই এ যুগের সর্বোত্তম সাধন। এই সাধনের জন্যে স্থান কালের বিধিনিষেধ নেই, গুণে গুণে নাম করারও কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ক্রমে এই নাম করার প্রচেষ্টা অভ্যাসে পরিণত হলে নামের প্রবাহ অবিচ্ছিন্নগতিতে আপনিই বইতে থাকে। সেই অবস্থাকেও অনন্যশ্চিন্তয়ন্তঃ বা নিত্য অভিযুক্তের অবস্থা বলা যায়। অতএব নামের এই সাধনে যেন আমাদের মতি আর রতি হয় শ্রীভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত সেই বস্তুর চিন্তার ধারা বলে। সেই উপাস্যবস্তু নিরাকার পরমব্রহ্ম হতে পারেন আবার সাকার দেবদেবী বা তাদের অবতারও হতে পারেন। সাধক তার রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী শিব, বিষ্ণু বা নারায়ন, দুর্গা, কালী, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদির মধ্যে ইষ্টের নির্বাচন করতে পারেন। শাস্ত্রে দীক্ষাগুরুকেও ইষ্টের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধনার নির্দেশ সবক্ষেত্রেই এক। ইষ্টের ভাবনায় তন্ময় হয়ে যাওয়া।
শ্লোকটির দ্বিতীয় অংশে শ্রীভগবান এই অবস্থায় যাঁরা এসে পৌঁছেছেন তাঁদের পরিচয় দিয়েছেন অনন্যশ্চিন্তয়ন্তঃর মতই আর একটি বিশেষণ দিয়ে। সেটি হল নিত্যাভিযুক্তানাং - নিত্য বা সর্বদা অভিযুক্তানাং - অর্থাৎ ' যাঁরা আমার (প্রথম অংশের মাং কথাটি এখানেও প্রযোজ্য) বা ইষ্টের প্রতি সর্বদা অভিযুক্ত '। অভিযুক্ত এই কথাটির সংস্কৃতভাষার অর্থ আর বাংলাভাষায় প্রচলিত অর্থ শুধু আলাদাই নয়, বরং একটিকে অপরটির বিপরীতও বলা যায়। বাংলায় অন্যায় বা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত বলে সর্বসাধারনের কাছে প্রমানিত এই অর্থে আর সংস্কৃতে আদর বা ভালবাসার সঙ্গে যুক্ত - যা সাধারণের জানা হতেও পারে বা নাও হতে পারে - এই অর্থে অভিযুক্ত কথাটির ব্যবহার হয়ে থাকে। সেই দিক দিয়ে প্রিয় বস্তুর সঙ্গে নিত্য অভিযুক্ত এই অবস্থার বর্ননা একটু বিশদ করে প্রকাশ করতে গেলে - সবসময় পরম প্রেমের সঙ্গে তাঁর চিন্তায় মগ্ন বা ধ্যাননিরত হয়ে থাকা - এইরকম করে বলা যায়।

ইষ্টের ধ্যানে তন্ময় হতে পারা সহজ নয়। তবে সেই ক্ষমতা যাঁরা অর্জন করেছেন, বহির্জগতের প্রলোভন বা দুঃখকষ্ট কিছুই তাঁদের বিচলিত করতে পারে না। বলা যেতে পারে যে এই তন্ময়ত্ব এমন একটি বস্তু যেটি আয়ত্ব হলে অন্য কোন কিছুরই লাভ বা ক্ষতি, আনন্দ বা বেদনার কারণ হতে পারে না। এ এক দুরূহ সাধনা, তবে এই সাধনায় সফল হয়েছেন যিনি, কিছু না চাইলেও তাঁর সাফল্যের জন্যে সাধ্যকে ছাড়াও অন্য পুরস্কার তিনি পাবেন বলে আলোচ্য এই শ্লোকটির উপসংহার টেনেছেন শ্রীভগবান। বলেছেন তিনি যে, যে সব পূণ্যবান ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছেছেন তিনি স্বয়ং নাকি তাঁদের যোগ ও ক্ষেম বহন করে থাকেন। যোগ শব্দটি অনেকরকম অর্থে ব্যবহার করা হয় তবে ভাষ্যকারদের অনেকেই এই শ্লোকে অপ্রাপ্য বা অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে যোগ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যোগের এই অর্থটির সঙ্গে ক্ষেম কথাটি জড়িত যার অর্থ হল প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ।

সাধারণ মানুষ নিজের ভোগবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে নিজেই যোগক্ষেম সম্পাদন করার প্রয়াস করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত বা সাধক নিজের ভোগের ইচ্ছা করেন না তাই তার দিক থেকে যোগ ও ক্ষেম সম্পাদনের কোন প্রশ্নও ওঠে না। এর চরম দৃষ্টান্ত হিসেবে অজগর বৃত্তির উদাহরণ রয়েছে। শোনা যায় যে অজগর নিজের খাবার যোগাড় করার কোন চেষ্টা করে না, খাবার নাকি তার মুখের কাছে প্রয়োজনমত এসে উপস্থিত হয়। তেমনি কোন কোন মহাপুরুষ জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্ন ও পানীয় সংগ্রহের প্রচেষ্টাও ত্যাগ করেছেন এরকম অনেক কাহিনী আছে। এই অবস্থায় এসে পৌঁছলে ইষ্টদেবতার আসন নাকি কেঁপে ওঠে। ভক্তের জীবন রক্ষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

তা হলেও সর্বোত্তম যোগ ও ক্ষেম হল তাঁর ভাবনায় ভাবিত হতে পারা ও ভাবিত হয়ে সেই ভাবনাকে ধরে রাখতে পারা। নানাভাবে প্রতিটি জীবকেই ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত হবার প্রচেষ্টায় তৎপর হবার সংকেত দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। শাস্ত্র হয়ে তিনি নশ্বর জীবকে সন্ধান দিচ্ছেন অবিনশ্বরতার। আবার মুনি ঋষি সাধু মহাত্মার রূপে জীবনের মোড় ঘোরানোর শিক্ষা দিচ্ছেন নিজেদের দৃষ্টান্ত

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী সংবাদ

সমর মিত্র

(বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাহিনী অবলম্বনে)

উপনিষদের তীক্ষ্ন মর্মভেদী বাণী
যাজ্ঞবল্ক্য কণ্ঠে যাহা উঠেছিল রনি
প্রব্রজ্যা নিবেন শুনি তাহার ঘরনী
শুধিয়েছিলেন যবে কি হবে আমার।

কহেন মহর্ষি মৈত্রেয়ীকে স্নেহভরে
সমস্ত সম্পদ আমি দ্বিধাভক্ত করে
রেখে যাব কাত্যায়নী ও তোমার তরে
পারিবে বহিতে ভার জীবনযাত্রার।

শুধান মৈত্রেয়ী পুনঃ ওগো দ্বিজোত্তম
ধরনীর সব ধন যদি হয় মম
দিবে কি তা অমরত্ব বল প্রিয়তম
অন্য আর কিছু মোর নাহি চাহিবার।

দিলেন উত্তর ঋষি, করিবে যাপন
ধনী হয়ে বিত্তে ভরা ধনীর জীবন
মৃত্যুঞ্জয় আশা ধনে না হবে পূরণ
এই সত্য জেনো নাহি অন্যথা ইহার।

মৈত্রেয়ী কহেন হায়, সম্পদে কি হবে,
যদি অমরত্ব তাহে নাহি মেলে ভবে ?
সাধ্য যদি হয় তাহা, সাধন কি তবে ?
বল ভগবন্ এই প্রার্থনা দীনার।

মৈত্রেয়ীর আবেদনে মুনি স্নেহময়
কহিলেন, এতদিন তব পরিচয়
ছিল মোর প্রিয়া বলে, আর তাহা নয়,
মানি প্রিয়তমা বলে তোমাকে এবার।

দেখ এ সংসারে আছে সুখ দুঃখ ভোগ,
আছে আত্মপরবোধ সংযোগ বিয়োগ,
রাগদ্বেষ আদি দ্বৈত, এই ভবরোগ
আরোগ্যের শক্তি কর যত্ন লভিবার।

জানিতে চেয়েছ যাহা শোন অতঃপর
এক আত্মা, সেই সর্ব, নাহিকো অপর
সাধ্য বলে মানি তাহা হও তৎপর
স্মরণে, মননে, ধ্যানে, সাধনায় তার।

এ ধরনী পণ্যশালা, ক্রয় ও বিক্রয়
চলে হেথা অবিরাম, জানিও নিশ্চয়
আদান প্রদান কভু বিনামূল্যে নয়,
দৃষ্টান্ত সকলি দেখ স্বার্থপরতার।

এই যে পত্নীকে পতি এত ভালবাসে,
জানো কি সে আপনার সুখের প্রত্যাশে ?
তেমনি দাতার দান নাম যশ আশে,
যথা দ্বৈত, তথা স্বার্থ, শাস্ত্রের বিচার।

পত্নীপ্রতি পতি আর পত্নী পতিপ্রতি
পিতা মাতা পুত্র কন্যা বান্ধব প্রভৃতি
সকলে আপন সুখ লাগি যত প্রীতি
প্রদর্শন করে এই তত্ত্ব বোঝা ভার।

সর্বভূতে এক আত্মা যে করে দর্শন
সফল হয়েছে তার অদ্বৈত সাধন,
নিস্বার্থ প্রেমের এই যে উদাহরণ
পরম দুর্লভ জেনো জগৎ মাঝার।

আমরা এ পৃথিবীর নই নাগরিক
রীতিনীতি এখানের নয় স্বাভাবিক,
সে কথা না জানি ছুটে মরি দিগ্‌বিদিক
জন্ম মৃত্যু চক্রে ঘোরাঘুরি হয় সার।

মর্ত্যলোক আমাদের নয়কো স্বদেশ
সেই সত্য না বুঝিলে দুর্গতি অশেষ,
স্বধাম করিয়া লক্ষ্য হলে নিরুদ্দেশ
মৈত্রেয়ী, সন্ধান পাবে মৃত্যুহীনতার।

প্রভাত

চন্দ্রবিনোদ দাস

প্রভাতের জাগরনী আজ এ বিশ্বমন্দিরে
অতি ধীরে ধীরে
হেরিয়াছি ঘুমন্ত নেত্রে। হেরিয়াছি যে বসনখানি
ক্লান্তচোখে ধরনীর হিয়া ভরি শান্তি দেয় আনি
তারকা খচিত
ধীরে ধীরে হবে অপসৃত।

রুদ্ররোষ উত্তপ্ত ফুৎকারে পূরবের ভালে
দগ্ধতীব্র জ্বালে
কূট হাসি উঠে জেগে জয়ী দৃপ্ত আসিছে সম্রাট
বিদ্রোহীরে নগ্ন করি, শত্রু জয় উল্লাসে বিরাট
ওই নীলাম্বর
পান্ডুবর্ন ভয়ে জড়সড়।

একি উঠে বিরক্তির ধ্বনি ! অথবা রোদন ?
শান্তিতে বেদন।
নিস্তব্ধ শীতল সুপ্তি, চিরতরে বাঞ্ছনীয় কি রে ?
জাগরনে ক্ষুধা তৃষ্ণা, তাই কি ক্রন্দন বুক চিরে।
তাই ভয়ংকর-
স্মৃতিমাত্র কাঁপা থর থর।
ওইদূরে নীলগিরি ফোটে, ওই উপবন,
তরঙ্গ স্পন্দন-
জাগে বক্ষে তটিনীর, শিরে ধরি বিদ্রূপের হাসি
তিমিরে একতাপূর্ন বেনুপাতা জাগে রাশি রাশি
ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই
উচ্চনীচ মহাভেদ তাই।

সাম্যে একীভূত বিরাটের মহা একাকার
ধরিল আকার
ক্ষুদ্র বড়ো, সুপ্তিমাঝে নিস্তব্ধের এক মহাভাষা
জাগরনে প্লুত ক্ষীন স্বাতন্ত্র্যের মূর্তি সাম্যআশা
করিল গ্রহন
উঠে বিশ্বে সম্রাট তপন।

প্রশ্ন

রেখা মিত্র

মেজাজ গরম করে বই নিয়ে পড়তে বসেছি। উনিও শীতে হাত পা চড়চড় করছে বলে ক্রীম মাখছেন। ফোন বেজে উঠলো। ধরতে ইচ্ছে করছে না। টিপে দিলাম স্পীকার ফোনের বোতামটা। ওপার থেকে ভেসে এলো May I speak to Prodip Sen? Yes, please hold on.

উনি সাড়া দিলেন - Prodip speaking.

My name is Shankha Dutta. Do you remember me ?

না, ঠিক চিনতে পারছি না। আপনি বাঙ্গালী ? বাঙ্গলা জানেন ? তাহলে বাঙ্গলাতেই বলুন।

প্রায় তিরিশ বছর আগে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো।

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি কে কথা বলছে। বললাম, এই শঙ্খ তুমি কোথা থেকে ফোন করছো ? কেমন আছো ?

ভালো আছি। মিলান থেকে সানডিয়েগো এসেছি কাজে। তোমার ঠিকানাটা ছিলো , তাই ফোন নম্বর পেতে অসুবিধা হয়নি। তোমরা কেমন আছো ?

ভালোই। নিউইয়র্কের উপর দিয়ে গেলে আর আমাদের কাছে এলে না ? কতদিন থাকবে ? ফেরার পথে থেমে যেও।

হেসে উত্তর দিলো, অফিসের কাজে এসেছি । ফেরার পথে ক্যানাডা হয়ে যেতে হবে। তোমরা কতদিন দেশে যাও নি ? আমি সামনের মাসের শেষে দেশে যাচ্ছি। চলোনা, তখন দেখা হবে।

না এখন তো ওর একদমই ছুটি নেই, খুবই কাজের চাপ। তাছাড়া এই তো গতবছরই ঘুরে এসেছি।

দিদির কাছে খবর পেয়েছি তোমাদের মেয়ের খুব ভালো বিয়ে হয়েছে। ছেলেরাও তো দাঁড়িয়ে গেছে।

তোমার খবর কিন্তু আমি কিছুই জানিনা। তোমার ছেলেমেয়ে কটি ?

আমার দুই ছেলে । বড়ো ডাক্তারী পড়ছে। বৌ আমার বিদেশিনী সেটা জানো তো ?

তাকিয়ে দেখি উনি তো সব কথাই শুনতে পাচ্ছেন, আর মিচ্‌কে মিচ্‌কে হাসছেন। রাগ করে আছি তাতে আরো রাগ হচ্ছে। দু একটা মামুলি কথা বলে ফোনটা ছেড়ে দিলাম। ফোনটা রেখে মনে হলো ফোন নম্বরটা রাখলে আর একবার কথা বলা যেত। যাক্‌গে, কিই বা বলার আছে ?

মন ছুটে গেলো প্রায় সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছর আগে। তখন ওকে চিনতাম , আমার খুড়তুতো বৌদির ভাই। গান শুনিয়েছিলো, ' আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাইবা জ্বলে '।

দাদার বিয়ের পর দুই পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেছে। দাদার বিয়ের সময় আমি স্কুলে পড়ি। তার পরে কয়েক বছর কেটে গেছে স্কুল ছেড়ে কলেজেরও একবছর কেটে গেছে। বন্ধু বান্ধব হয়েছে অনেক। ভালেবাসার চিঠিপত্রও পাচ্ছি। হেসে বা রাগ করে তা নাকচ করে দিতেও শিখেছি।

একদিন পথে শঙ্খ একটা চিঠি দিলো। বৌদিকে দিতে হবে মনে করে হাতে নিয়ে বুঝলাম ওটা আমার জন্যে। খুব অবাক হলোম। গম্ভীর মানুষ, ওর আবার আমায় চিঠি লেখার কি হল ? কদিন পরে বাড়ীতে এলে সকলের আড়ালে চোখ পাকিয়ে বললাম, এসব কি ?

দিন আসে মাস কাটে, ভবী ভোলার নয়, মনের ভাব বদলায় না। আমার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে শুনে অগ্নিশর্মা, আমাকে নাকি কিছুতেই দাড়বে না। দুজনেই আমরা ছাত্রছাত্রী, আমাদের কথা কে শুনবে ?

ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর, দুই বাড়ীতে প্রবল আপত্তি, কান্নাকাটি, অভিযোগের পালা চললো। ওকে যে কতবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এটা কিছুতেই সম্ভব হবে না, বোঝেনি। কিন্তু দোষ তো সব সময় মেয়েদেরই হয়ে থাকে তাই শেষে আমি প্রায় হলাম ঘরবন্দী।

এইভাবে কটা বছর কেটেছে, কলেজের গণ্ডী ছাড়িয়েছি। কারো কথা না শুনে যার হাত ধরে বেরিয়ে যাব তার বাড়ীতেও তো স্থান নেই। মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী হয়ে শ্বশুরবাড়ী যায়, সেখানে অলক্ষ্মী হয়ে যাই কি করে ? ক্লান্ত আমি ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি।

বিয়ের লগ্ন আসে, মন শান্ত করে শুভদৃষ্টি দিয়ে বরণ করে নিলাম আমার জীবনসাথীকে। দুজনের মধ্যে প্রথম থেকেই যাতে লুকোচুরি না থাকে তাই প্রথম সুযোগেই তাকে জানালাম আমার অতীত, শঙ্খর কথা। শুনে প্রতিক্রিয়া যা হবার তাই হলো, সেই দুর্যোগও কাটিয়ে উঠলাম। দুজনেই অতীত ভুলে সুখের সংসার গড়ার দিকে মন দিলাম। সত্যি আমরা সুখী।

বিয়ের মাসদুয়েক পরে শঙ্খ ফোন করলো দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে লণ্ডনে, যাবার আগে একবার দেখা করতে চায়। কোথায় কখন দেখা করব ঠিক করে ফোন ছেড়ে দিলাম। স্বামীকে সঙ্গে করে দেখা করতে গেলাম।

শঙ্খ অবাক হয়েছিলো। ভাবেনি উনি সঙ্গে থাকবেন। দুজনের সাথে আলাপ করিয়ে দিলাম। সবকথা মনে নেই - আমাদের জীবনে সত্যিকারের সুখী হবার কামনা জানিয়েছিলো। বলেছিলো, 'যে মনিহার আপনি পেয়েছেন তাতে সুখী না হবার কোন কারনই নেই'। সেই আমাদের শেষ দেখা।

আমরাও বছরখানেক পরে দেশ ছেড়েছি। দেশে যাওয়াআসা আছে, তবুও এতদিনে কখনও আমাদের দেখা হয়নি।

পরিণত বয়সের মন বলে - ত্রিশ বছর আগে আমাদের কান্না, মাবাবার দুঃখ, সব কিছুর মধ্যে একজন শুধু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসেছিলেন। 'অর্বাচীন, তাই এই ব্যবহার। যাদের জীবনে আর দেখা হবে না, জীবন কাটবে দুই মহাদেশে, তারা চাইছে সংসার পাততে ? ইচ্ছের বহর দেখো।' তবে সেই অন্তর্যামী হেসে আশীর্বাদও করেছিলেন, তাই সেই দুই অন্য দুইএর সাথে মিলে দুই সুখী পরিবার গড়ে তুলেছে দুই মহাদেশে।

ফোন নম্বরটা থাকলে প্রশ্ন করতাম - এতদিন পরে তোমার সুমিকে কেন দেখতে ইচ্ছে করলো ? আগের সেই চেহারা কি মনে করতে পারো ? তাকি আবছা হয়ে যায়নি ? হঠাৎ কোথাও দেখা হলে আমায় কি চিনতে পারবে ? আগে ছিলাম বাঁশপাতা, এখন হয়েছি গোদাগিন্নী।

শরতের কাঠবেড়ালি

সুস্মিতা মহলানবীশ

জানলা দিয়ে শরতের আকাশটা উপভোগ করার চেষ্টা করছিলাম। কি অপূর্ব সোনাঝরা রোদ চকচক করছে। কিছুদিন ধরেই রোদবৃষ্টির খেলা চলছে। এই দেখা যাচ্ছে সোনাঝরা রোদ কিন্তু একটু পরেই দেখা যায় যে আকাশ তার মুখটা গোমড়া করে এক টুকরো মেঘ নিয়ে আসছে এবং নয়নবারি ঝরিয়ে আবার যেন খিলখিল করে হেসে উঠছে। যেখানেই মেঘ সেখানেই বৃষ্টি, এই আসছে আবার এই যাচ্ছে। এই ঋতুটা আমার খুব ভালো লাগে, মন বলে পূজো এলো, পূজো এলো। না গরম না শীত। এই এলো এলো ভাবটাই দারুন আনন্দের। পূজোর সঙ্গে নতুন জামাকাপড়, গানবাজনা, গল্প উপন্যাস, কবিতা সবই যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

এই যা, কি বলতে কি আবার বলতে চলেছি - জানলা দিয়ে কি দেখলাম ? শরতের আকাশ আমাকে এতই বিহ্বল করে ফেলেছে যে আমার আসল কথাটাই বলা হচ্ছে না। দেখলাম একটা কাঠবেড়ালি তার হাত দুটো জোড়া করে নমস্কারের ভঙ্গিতে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। 'ও' কি প্রার্থনা করছে ? ঈশ্বর কি ওকে আশীর্বাদ করবেন ? বেচারার প্রার্থনা শেষ হওয়ার আগেই দুটো পাখী এসে নাচানাচি চেঁচামেচি করতে লাগল, ওর প্রার্থনা ভেঙ্গে গেল। সে ওদের ধাওয়া করে ছুটলো গাছে। পাখি দুটোকে গাছে বসতে দিল না, তার শখের 'নাট' পাখীরা খেয়ে নেবে, তা কি করে হয় ? সে ওদের তাড়িয়ে তবে ছাড়লো।

ভাবছি 'ও' কি আবার প্রার্থনায় বসতে যাবে ? তাকিয়ে দেখি আর একটা কাঠবেড়ালি তৎপর গতিতে তার বিশাল লেজটা তুলে একটা ছোট্ট ফল নিয়ে আসছে ওপারের রাস্তা থেকে। সোহাগে এপারের কাঠবেড়ালিটা ছুটে গেল, দুজনে মিলে ওটাকে একটা গাছের নীচে ঘাসের মধ্যে ফেলে টুকুস টুকুস করে কামড়াতে লাগলো। ওরা কি প্রেমিক প্রেমিকা ? তাই যদি হয় তাহলে কোনটা পুরুষ আর কোনটা নারী ? হয়তো যেটা ঈশ্বরের কাছে তার সৌভাগ্যের প্রার্থনা করছিল সেটা নারী আর যেটা ফল নিয়ে আসলো সেটা পুরুষ। বাঙ্গালী মন কিনা তাই নারী পুরুষের অনুমানটা এইভাবেই করে ফেললাম।

একটু পরে দেখি একজন আর একজনের কানে কানে যেন কি বললো। কি বললো ? কি বলতে পারে ? ও বুঝেছি, দুজনে মিলে আবার ওপারে যাবে, তাই লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। না ! হায় ঈশ্বর ! দ্রুত গতিতে ঐ গাড়ীটা ছুটে আসছে কেন ওদের গতি রোধ করতে ? কঁ্যাচ ! শব্দটা কিসের ? কাঠবেড়ালি দুটো কোথায় ? অজগতসারে চেঁচিয়ে উঠলাম না-না করে। দেখি একটা কাঠবেড়ালি পার হয়েছে, আর একটা গাড়ীর চাকার নীচে পড়ে থেঁতলে গেছে।

চোখদুটো ফেটে গরম বাষ্প বেরিয়ে আসল। ভাবলাম প্রেমিক প্রেমিকা দুজনকে বাঁচিয়ে রেখে ওদের শান্তিতে থাকতে দেবার কথা ঐ দস্যুটা ভাবতে পারল না ! পৃথিবীর হয়ত এই নিয়ম, সুখ বেশীক্ষণ সহ্য হয় না। হতভাগ্য কাঠবেড়ালিটা সোহাগে ভরে ওপারে আর প্রেমিকের সাথে যেতে পারলো না।

বাঘছাল

বীথি চক্রবর্ত্তী
আটলান্টা

রবি খুব ক্লান্তভাবে সোফায় বসে পড়ল। জানুয়ারী মাস শীতকাল। তবু ঘেমে গেছে। আড়াইটে বাজে। অপালা রবির জন্যে না খেয়ে বসেছিল। রান্নার ছেলেটি ওদের দুজনের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে নিজে খেয়ে বিশ্রাম করতে চলে গেছে। ছেলে ঘুমোচ্ছে, মেয়ে স্কুলে। রবির জন্য অপেক্ষা করছিল অপালা। খিদে পেয়েছে খুব। রবি ঘরে ঢুকতে অপালা ফ্যানের রেগুলেটারটা একেবারে শেষ প্রান্তে ঠেলে দিয়ে সুইচ অন্ করে বসল। বলল, 'চলো আগে খেয়ে নেবে'।

রবি হাত ধুয়ে খেতে বসে বলল, 'খুব মুস্কিল হয়েছে জান'।

অপালা খাওয়া থামিয়ে রবির দিকে চাইল। রবি বলল,' বাঘছাল নিয়ে যাওয়া বেআইনী। অতটাকা দিয়ে কিনলাম। এখন ত ওরা ফেরৎ ও নেবেনা '।

রবি চাকরী ছেড়ে দিয়ে ইমিগ্রেশান ভিসা নিয়ে চলেছে আমেরিকায়। আপাততঃ গন্তব্য নিউইয়র্ক। অনেক গুলো 'যদি'র মুখোমুখি ওরা দাঁড়িয়ে। আগে ওখানে গিয়ে রবি চাকরী পাবে। তবে অপালা ও ছেলেমেয়েদের জন্য ভিসা পাবে। তারপর অপালা বাচ্চাদের নিয়ে যেতে পারবে। ভবিষ্যৎ এত অনিশ্চিত যে অপালার ভাবতেও ভয় করে। রবি আইনতঃ ডলার নিতে পারবে সামান্যই। অথচ খরচ আছে অনেক। তাই রবি নানাভাবে অন্য উপায়ে ডলার নেওয়ার চেষ্টা করছে। এক বন্ধু বাড়ীতে টাকা পাঠায়, তাকে ওর জন্য ডলার রাখতে বলে নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছে। এর মধ্যে কানাডা থেকে এক বন্ধু এসে বুদ্ধি দিয়েছে যদি কোনরকমে একটা বাঘছাল নিয়ে যেতে পারে তবে আমেরিকানরা যে রকম পাগল তাতে অনায়াসে হাজার দুয়েক ডলার মিলে যাবে। রবি প্রায় তখুনি গাড়ী নিয়ে নিউমার্কেট থেকে প্রচুর দাম দিয়ে একটা বাঘছাল নিয়ে এসেছে। প্রথম থেকে অপালার এটা ভালো লাগেনি। এখন আর নিজেকে সামলাতে পারল না। বলেই ফেলল, 'বড়ো বেশী হুজুগে মাত তুমি। যে যা বলবে কিছু মাত্র না ভেবে তাই করবে'।

রবি চুপচাপ চিন্তিত মুখে খাওয়া শেষ করল। আর মাত্র দুদিন বাকী আজকের দিনটা নিয়ে। এখনও কত কাজ বাকী। একমাস ছুটি নিয়েছিল, তা সত্ত্বেও প্রতিদিন দৌড়তে হচ্ছে। একদিনও বিশ্রাম পায়নি। তারপর ভালোবাসার অত্যাচার আছে। প্রতিদিনই কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন। রবিরও ভালো লাগে। আবার কবে আসতে পারবে জানা নেই। মাঝে মাঝে ভয়ও করে। এমন নিশ্চিন্ত চাকরী ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ঠিক করছে তো ? বিশেষতঃ রবি ত একা নয়, বৌ আছে , দুটো ছেলেমেয়ে আছে। অপালাকে বলতে পারে না, ও বেচারী আরো ভয় পাবে। বিকেলে অনেকে দেখা করতে এলো। চা খাবার দিতে দিতে অপালা লক্ষ্য করল রবি গল্প করছে হাসছে বটে, চিন্তাটা ওকে ছাড়েনি, ভারী অন্যমনস্ক।

খাওয়ার পরে রাতে আয়নার সামনে বসে চুল আচড়াচ্ছিল অপালা। বিছানায় আধশোয়া হয়ে রবি একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। পত্রিকা বন্ধ করে চুপচাপ অপালার দিকে চেয়ে রইল। রবির

দিকে পেছন করে বসলেও আয়না দিয়ে অপালার মুখ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। চুপচাপ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রবি বলল, 'অপু, বাঘছালটা তুমি নিয়ে এসো'। অপালা ভীষণ অবাক হয়ে ঘুরে বসে বলল, 'সে কি ? আমি কি করে নিয়ে যাব ? তোমায় ধরবে আর আমায় ধরবে না' ? রবি খুব অনুনয়ের সুরে বলল, ' অপু তুমি দেখতে ভাল, দুটো বাচ্চা নিয়ে যাবে, দয়া করে ছেড়ে দিতেও পারে'।

কেবলমাত্র এই অজুহাতে এতবড় ঝুঁকি নেওয়া অপালার পক্ষেও বিপজ্জনক। অপালা রেগে গিয়েও রাগতে পারল না, বোঝাতে গিয়েও বোঝাতে পারল না। থেমে গেল, বলল 'আচ্ছা'। দুদিনের একদিন কেটে গিয়ে রাত বারোটা বেজেছে। পরশু সন্ধ্যে সাতটায় রবির প্লেন। মাঝে আর একদিন। এখন হয়ত রবি ঘুমুতে পারবে নিশ্চিন্ত হয়ে।

রবি চলে গেল যথাসময়ে। দূর বিদেশে মনোবল, দুটো সুটকেস , একটা ব্রীফকেস, আর শ'পাঁচেক ডলার সম্বল। কতদিনে অপালা ছেলেমেয়ের হাত ধরে যেতে পারবে জানেনা। সমস্ত সংসারের জিনিষ ফেলে ছড়িয়ে দান করে বিক্রী করে একমাস পরে দাদার কাছে এল অপালা। এখানে মাও আছেন। সমস্ত সংসারটা দুটা সুটকেসে ঠাঁই নিল। আর কিছু জিনিষ কাঠের একটা বড় বাক্সে ভরে দাদার বাড়ী রাখল। পরে নিয়ে যাবে । এ রকমই কথা হল। যতদিন অপালা যেতে না পারবে ততদিন দাদার কাছেই থাকবে। এতদিন খুব বেশী রকম ব্যস্ত ছিল। সম্পূর্ণ অবস্থাটা বুঝতে পারেনি। এখানে অপালাকে কিছুই করতে হয় না। কিন্তু অপালা এই অবসর, এই বাপের বাড়ীর আদর যত্নে থাকা উপভোগ করতে পারেনা। মনে ভয় ভাবনা জমাট বাঁধে। রাতে দুশ্চিন্তায় ঘুম আসেনা। মাঝরাতে উঠে বসে ছেলেমেয়ের গায়ে হাত বোলায়। কখনো জানলায় মাথা রেখে তাকিয়ে থাকে তারা ভরা আকাশের দিকে। সুদূর নিউইয়র্কে এখন সকাল। একা একা রবি কি করছে কে জানে ? কত না জানি কষ্ট হচ্ছে। ভাবে কি হবে যদি রবি চাকরী না পায় ?

মাসখানেক বাদে খবর এলো রবি যোগ্যতা অনুযায়ী খুব ভালো চাকরী পেয়েছে। সবাই যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। আনন্দে দাদা একদিন সব আত্মীয় পরিজনদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দিলেন। কয়েকমাস কেটে যাবার পর অপালারও যাবার ব্যবস্থা হলো। রবি জানাল নিউইয়র্ক থেকে ওদের ভিসা পাওয়ার কাগজপত্র কলকাতার আমেরিকান দূতাবাসে পাঠানো হয়েছে। অপালাও ছেলেমেয়েদের মা বৌদির কাছে রেখে সারাদিনই ছোটে। আজ এ অফিস কাল সে অফিস, আমেরিকান দূতাবাসেই যেতে হল দুদিন। দৌড়োদৌড়ির আর শেষ নেই। দাদা অপালাকে একেবারে যথের ধনের মত আগলান। অধিকাংশ সময়ে কাজ সামলে, কখনো ছুটি নিয়ে অপালার সঙ্গে থাকেন। নিতান্তই অপারগ্ হলে গাড়ী দিয়ে চাপরাশি দিয়ে পাঠান। এতরকম ঝামেলা দাদা সঙ্গে না থাকলে অপালার পক্ষে সামলানো সম্ভব হত না। এর ওপর আছে কেনাকাটা। নিউমার্কেট আর গড়িয়াহাটে প্রায় রোজই বৌদিকে সাথে নিয়ে যায় অপালা। যাওয়ার সময় এগিয়ে এলো। গোছানো শুরু হলো। এবারও বাঘছাল এলো চোখ পাকিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী আই এ এস অফিসার দাদার ভুরু কুঁচকে গেল, বললেন, 'এটা তোর জন্যে রবি রেখে গেল ? জানে না এসব ভারত সরকার একেবারে ban করে দিয়েছে' ?

রাশভারী দাদার মুখের ওপর কথা বলতে অপালা এখনও সাহস পায় না। মাথা নীচু করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মেঝেতে আঁচড় কাটতে কাটতে বলল, ' কেনার আগে জানতো না '। দাদা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন 'ছেলেমেয়ে নিয়ে একা যাচ্ছিস, এটা নিস না'। অনুপস্থিত স্বামীর মিনতিভরা

মুখ মনে পড়ে। সাহস করে বলেই ফেলে অপালা, '৩ নিতে বলে গেছে'। অপালার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে যান দাদা।

সুটকেসে বাঘছাল ঢোকানো হলো। কিন্তু অনেক কষ্ট করেও রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মাথা নত করা গেল না। তাকে কিছুতেই লুকোনো গেল না। তিরিশ ইঞ্চি সুটকেসের ডালা বন্ধ করার পরও ঐ জায়গা উঁচু হয়ে রইল। কোন রকমে একটা সাউথ ইন্ডিয়ান শাড়ী দিয়ে ঢাকা দিয়ে সুটকেস চাবী বন্ধ হলো। সকলের মনেই বাঘছাল কাঁটার মত বিঁধে রইল। একা যাচ্ছে মেয়েটা, যদি ধরে ?

নির্দিষ্ট দিনে সকলকে কাঁদিয়ে নিজেও অনেক কেঁদে প্লেনে উঠল অপালা। এয়ার ইন্ডিয়ার এই প্লেনটার নাম সম্রাট অশোক, যিনি দেশে দেশে দূত পাঠিয়ে অহিংসার মন্ত্র প্রচার করেছিলেন। প্লেনের ভিতরটায় সুন্দর ভারতীয় প্রাচীন চিত্র আঁকা। ভারি ভালো সেতার বাজছে। অপালার সেদিকে মন নেই। বুকটা যেন ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সত্যিই কি এতটার দরকার ছিল ? দেশ ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে চলে যাওয়া, এমন করে দুঃখ দিয়ে দুঃখ পেয়ে চলে যাওয়া। বিশেষ করে মায়ের অশ্রুকোমল মুখ কিছুতেই ভুলতে পারছে না। বহু দূরের অজানা দেশ সত্যিই কি এত বড় ক্ষতি পূরণ করে দিতে পারবে ? ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের গালে এখনও চোখের জল। প্লেন চলেছে। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। অপালা চুপ করে চেয়ে রইল বাইরে। মনে হলো যেন ওরা অন্ধকারেরই যাত্রী।

নিউইয়র্কের কেনেডী এয়ারপোর্টে যথাসময়ে নিরাপদে পৌঁছে গেল ওরা। প্লেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বাঘছাল। লাইনে দাঁড়িয়ে ইমিগ্রেশান অফিসে গিয়ে দরকারী কাগজ পত্র দিয়ে সবুজ ছাড়পত্র পেল বিনা ঝামেলায়। অন্য যাত্রীদের অনুসরন করে অতিকষ্টে ঠেলা গাড়ীতে মালপত্র তুলল। কাস্টমসের লাইনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল এখানে দাদা সাথে নেই। অপালার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে। হৃৎপিন্ড যেন গলার কাছে এসে লাফাচ্ছে। কাস্টমস্ অফিসারের কাছে আসতেই রবিকে দেখা গেল। অনেক দূরে দোতলায় মোটা কাঁচের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁচে হাত দিয়ে ওদের দেখতে পেয়ে জোরে জোরে ধাক্কা মারছে ওদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে। কাস্টমস্ অফিসার অপালার দেওয়া কাগজগুলো দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার declare করার মত কিছু আছে' ? কি যে ভয়ানক মুখ করে থাকে এরা দেখলেই ভয় করে। অপালা মাথা নাড়ল। অফিসার বলল 'একটা সুটকেস খোল'। অপালা হাত বাড়িয়ে সুটকেস নামাতে যাচ্ছে অফিসার আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, 'না ঐটে খোলো'।

অপালা পাথর হয়ে গেল। অফিসার হাত বাড়িয়ে সুটকেসটা নামাতে সাহায্য করল। অবশ হাতে চাবি লাগালো অপালা। ডালা খুলে সাউথ ইন্ডিয়ান শাড়ীর আবরন সরাতেই গর্জন করে বেরিয়ে পড়ল রয়াল বেঙ্গল টাইগার। হলদে সবুজ চোখে অপলক চেয়ে রইল অফিসারের দিকে। তার চেয়েও জোরে বজ্রপাত হলো, 'what is this ?'

ছেলে বাবাকে দেখতে পেয়েছে। ছুটে গিয়ে নীচ থেকেই মহা আনন্দে সফরী সুট দেখাচ্ছে। মেয়েটি বড়। মায়ের মুখ দেখে ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। অপালা চেষ্টা করেও কোন কথা বলতে পারছে না। ঘন কালো মেঘের বুক চিরে হাসির বিদ্যুৎ চমকালো। সাউথ ইন্ডিয়ান শাড়ীর তলায় ঢাকা পড়ল রয়াল বেঙ্গল টাইগার। সুটকেসের ঢাকা বন্ধ হলো। হাসল অফিসার, বলল, 'আচ্ছা যাও'।

চিন্তা-ভাবনা: বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ

হিল্লোল রায়

'ভবিষ্যৎ' এর ভাবনা নিয়েই মত্ত মোরা সবাই,
তাই তো দেখি 'বর্ত্তমান'এর চিন্তাগুলোর জবাই!
যাচ্ছি কাজে, ফিরছি ঘরে এক্কাগাড়ীর মতো,
ভাবনা চাকা চলছে ঘুরে নিজেই অবিরত!
চোখটা বুঁজি ক্লান্ত হলেই শান্তি ফিরে পেতে,
হৃদপিন্ডও হাঁপিয়ে চলে বসতে শুতে খেতে!
শিরা-ধমনীর নেই যে বিরাম উইক এন্ড-টা গেলে,
স্নায়ুর সূত্রে মগজ যেন খেলছে অবহেলে!

রবির কিরণ ধরার বুকে পড়লে 'বডি ক্লক',
তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই ভাবনা করে 'ফ্লক'!
নেচে ওঠে চিন্তারা সব মগজটাকে ঘিরে,
নতুন করে ভাবনা জাগে পুরানোদের শিরে!
কাল হতে কাল কালান্তরে এই ধরনের রীতি—
আসছে চলে মুহর্মুহ, নেই যেন তার যতি!

'বর্ত্তমান' এর চিন্তাগুলো থাকলে মুঠোয় ধরা—
ভাবনারা শোয় জোয়ার-ভাঁটায়, নেই যে তাদের জরা!
তবু স্বর্গসুখের পরশ লোভে 'ভবিষ্যৎ'-ই খুঁজি,
পাথেয় শুধু ক্লান্ত হৃদয় ও 'কোলেস্টেরল' পুঁজি!
খাতা খুলে চিত্রগুপ্ত উল্টে চলেন পাতা,
আর তুলে ধরেন হাস্য মুখ ও বন্ধ করেন ছাতা!
রোল কল তাঁর চলছে সদাই হিসাব-নিকাশ তরে,
কেউ জানে না কখন যে তাঁর পরশ পাবে ডরে!
বুঝেও মোরা থাকছি অবুঝ 'ভবিষ্যৎ'-কে নিয়ে,
'বর্ত্তমান'এর ভাবনা সাথে মিছেই দি' তার বিয়ে!
চাওয়া পাওয়া-র এই সহাবস্থান তুলছে আজও দোলা,
বিশ্ব জুড়ে দেখছি সবাই হচ্ছে যে জল ঘোলা!
প্রতিশ্রুতি অনেক শুনি স্বর্গসুখের আশে,
'বর্ত্তমান' এর চিন্তা হারায় 'ভবিষ্যৎ'এর পাশে!

ভাবনাস্নাত মনটা এখন 'ট্যান্টালাস' এর কাপ,
পিপাসারা সব মিটছে না তাই বাড়ছে হৃদে চাপ!
ফুসফুস-টার ফোঁকরগুলো চিন্তা ঝড়ের তলে—
ধুঁকছে বসে আপন মনে, পড়ছে ধরা গলে!
খুড়ি-খুড়ির অজুহাতে দেখাই দেঁতো হাসি,
'বর্ত্তমান'এর ভাবনারা তাই হচ্ছে শুধু বাসি!
বাড়ছে বয়স লতায় পাতায়, ভবিষ্যৎ এর দিকে—
তাকিয়ে থাকি শান্তি পেতে, মেজাজ লাগে ফিকে!
টানা-পোড়েনের খপ্পরে তাই ভাবনাগুলো আজ,
ডাকছে তুলে আধমরাদের ভাঙিয়ে দিতে লাজ!

ঝিমিয়ে পড়া চিন্তারা সব ঢুলছে বসে পাটে,
সেই সুযোগে ভাবনা-রা তাই আপন মনে হাঁটে!
চলার পথে হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ায় তারা,
নিজের কপাল নিজেই ঠুঁকে হয় যে বদ্ধ কারা!
তবে জ্ঞান-গরিমা আসলে ফিরে কোনটা ভালো বুঝি—
তবুও করি চিন্তা অনেক, রুটির তরে যুঝি!
তাই ঠিক করেছি 'ভবিষ্যৎ'এর ভাবনা যাবো পুষি,
শুধু 'বর্ত্তমান'-ই ভরসা এখন রাখবে মোরে খুশি!!!

মাইলস্টোন
জুলাই ৩১, ১৯৯৬

প্রবাস ও পেশা

হিল্লোল রায়

রাস্তা চেনা থাকলে নাকি পথ চলা হয় সোজা,
নইলে পরে ভুল রাস্তায় চলবে অনেক খোঁজা!
জন্ম থেকে মৃত্যুর আগে হাঁটতে শত পথ,
বাহন থাকে হরেক রকম গাড়ী-ঘোড়া ও রথ!
রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হ'লে পরে,
থাকবে ধরা পায়ের তলায় কিংবা আপন করে!

লেখাপড়াটা শিখলে নাকি চড়বো গাড়ী-ঘোড়া,
মানি ব্যাগটা ও থাকবে সদা ডলার দিয়ে মোড়া!
এই ধারণা সঙ্গে নিয়ে আমেরিকাতেই আসি–
হালে পানি পাই না এখন, স্বপ্নরা সব বাসি!
হয়ে গিয়েছি কলুর বলদ, হপ্তা ভরেই খাটি–
যাচ্ছি অফিস, হাট-বাজারে ও চষছি বাগান মাটি!
গাড়ী-ঘোড়া চড়লে পরেও চালাই তাদের নিজে–
MAPSCO হাতে গাড়ী চালাতেই মগজ যে যায় ভিজে!
কোনটা এখন 'সঠিক পেশা' নেই সেটা মোর জানা–
জুতো সেলাই, না চন্ডীপাঠ, কিংবা কলম টানা?
বড় সাহেব ও ছোট সাহেব এর নেই যে প্রভেদ কাজে,
কফি তারা আনলে নিজেও মরে না কভু লাজে!
মিটিং চলে হাজার রকম 'স্ট্র্যাটেজি' ও 'গোল্' নিয়ে,
'অটোমেশান্' এর দৌলতে কাজ চলে মেশিন দিয়ে!
'ম্যান্ পাওয়ার'-টা কমাতে গিয়ে মুনাফা লোটার তরে,
ফন্দি ফিকির গাজিয়ে চলে বড় সাহেবের ঘরে!
'স্ট্রীমলাইনিং' ধ্বজা ধরে 'এম্প্লয়ি' হয় হ্রাস,
লেখাপড়াটা শিখে ও মনে থাকছে শুধু ত্রাস!

প্রতি হপ্তায় বেকার ভাতা, যৎসামান্য সেটা–
জীবন ধারা ও পাল্টাতে হয় হোন্ না যে কেউকেটা!
'স্থায়ী' নামক জিনিষ কিছু এদেশেতে নেই,
যাযাবর এর জীবনযাপন সত্য খোলোশেই!
বোঁচকা-বিড়ে চলে সবই 'U-Haul' এরই পেটে,
স্ট্রেস এর প্রকোপ বাড়ার ফলে নিজেই মরি খেটে!
মান-সম্মান সংজ্ঞা হেথায় নেই যে অভিধানে,
'লোন্' এর টাকায় বসত বাড়ি– সবাই সেটা জানে!
দামী গাড়ী কিনে যারা স্ট্যাটাস-টাকে হাঁকান,
কুঁচকে ভুরু তারা শুধু লোন্ অফিসেই তাকান!
বাইরে থেকে বিশাল বাড়ি দেখতে লাগে ভালো,
আসবাবহীন ঘর-গুলোতে পর্দা ঢাকে আলো!
'স্যুইমিং পুল' দেখিয়ে যাদের ঠাঁট সমাজে বাড়ে,
HUD অফিসের 'সেল্' সাইন-ই দৃষ্টি তাদের কাড়ে!

চাকরী বাজার মন্দা হলেই পাল্টিয়ে যায় পেশা,
'রেজুমে'-তে আঁচড় কাটা ও হেথায় বড় নেশা!
শিক্ষাগত ডিগ্রী সাথে চাকরীতে নেই মিল,
সত্যি কথায় 'বনধ্' হয়ে যায় চাকরী দুয়ার খিল!
মাস মাইনেও বিরাট তফাৎ, ডিগ্রী যতোই থাক–
আমেরিকা-তে এসেই শিখি রাখতে কথায় ফাঁক!
খেলাধুলায় মগ্ন-রা সব থাকেন রাজার হালে,
আর ভগ্ন হৃদয় PhD-রা হাতটা রাখেন গালে!

চার্চে গিয়ে দু-মিনিটেই হয় যে হেথায় বিয়ে,
ডিভোর্স-টা হয় এক মিনিটে E-mail message দিয়ে!
'স্প্রিং ক্লিনিং' সদাই চলে বদলাতে সব কিছু,
ডিভোর্স থেকেই শুরু হয়ে যায় উকিল ছোটা পিছু!
ইনসিওরেন্স গ্যাঁড়াকলেই বাড়ী-গাড়ি সব বাঁধা,
'ব্রেন ওয়াশিং' পদ্ধতিটা ও Agent মনে রাঁধা!
হাজার রকম 'ডিডাক্শান্'-এ আয়কর-টা গড়া,
ধনী লোকদের পোয়া বারো আর গরীব হাতে কড়া!

ছোটোখাটো কাজ করলে পরেও পদবী-টা হয় বড়ো,
'ম্যানেজার' আর 'ডিরেক্টর'-ই মিটিং করেন জড়ো!
যে কেউ কাজে করলে 'ম্যানেজ' ম্যানেজার হন তিনি,
'ডিরেক্ট' করেন ডিরেক্টর-ই, ডিগ্রী বিহীন যিনি!
'লোন'-এ গড়া কোম্পানীতে বিজনেস কার্ড ছেপে—
প্রেসিডেন্ট হন নিজেই তিনি, থাকেন ফুলে ও ফেঁপে!
রোগী সেবার ছদ্মনামে বাদ্য রাখেন 'বিপার',
সমাজের ঠাঁট রাখতে সে যে মুখ্য আসল 'কিপার'!
বেশভূষা আর গাড়ীর বহর বোঝায় না তো পেশা,
ইতর-ভদ্র টাই পরে আর গাড়ীতে কর নেশা!

বহু যুগ ধরে আসছি যে দেখে প্রবাসের ভাবধারা,
ধ্যান ধারনার বদল হওয়াতে আমি আজ পথ হারা!
তাই প্রবাসের বুকে কাটে মোর কাল নকল পেশার আড়ালে,
'ময়ূর পুচ্ছ কাক' হয়ে রই, পালাবো কখনো আড়ালে!
ডলারের ঝোলা থাকলেও কাঁধে- স্বস্তি আসে না মনে,
স্বদেশের স্মৃতি এসে যায় শুধু দুঃখের ক্ষনে ক্ষনে!
মর্টগেজহীন জীর্ন কুটিরেও শান্তিটা ছিলো দেশে,
স্বপ্নের মাঝে পিছুটানে মোর হৃদয় ওঠে যে হেসে!

সহসা হঠাৎ মনে এলে মোর প্রবাসী হওয়ার গল্প,
স্মৃতির পাতায় জেগে রয় তারা কম-বেশী আর অল্প!
টাকার থলিকে ডলারে মোড়ার স্বপ্ন হ'লেও পূর্ন,
মান-সম্মান কোথা গেলো আজ? হয়েছে তাও যে চূর্ন!
পথে ঘাটে কেউ চেনে না আমায়, I.D. নিয়েই চলি—
প্যান্টটা যে নামে 'কার্ড'-এর ভারে, কাকে বা সেকথা বলি!
দেশে ছিনু যবে চিনতো সবাই, জানতো আমার পেশা—
দুঃখ অভাব থাকলে পরেও ছিল অনাবিল মেশা!

এখন হরেক প্রশ্ন আসে যায় হৃদে জানতে নিজের স্বভাব—
মিটলেও ক্ষুধা জ্ঞানের ও টাকার, রয়ে গেছে মোর অভাব!
আসল প্রকৃতি, স্বদেশী পেশার পাই না হৃদয়ে স্বাদ—
'রোবট' হয়েছে ধড়-টা এখন, ধরতে চেয়েছে চাঁদ!

জানি না কখন্ ধরা দেবে চাঁদ, নাকি রবেই শুধু সে স্বপনে—
হাতছানি তার দুলাবে চামর গ্রীষ্ম-শীতের তপনে?
এ হেন জটিল প্রশ্ন মগজে সৃষ্টি করেছে নেশা,
জবাব কি তার লুকিয়েছে মোর প্রবাস ও নকল পেশা??

মাইলস্টোন
আগষ্ট ১০, ১৯৯৬

পরিবর্তন

পূজোর ছুটিতে বাড়ী এসেছি কাল কলেজের হষ্টেল থেকে। ঘুম থেকে একটু দেরী করেই উঠলাম। এতদিনের পড়াশুনোর চাপের পর কিছুদিন ছুটির আলস্যের আমেজটা যত খানি ধরে রাখা যায়। দিদি ডেকে বললো উঠবিনা আজ? চা জলখাবার যে ঠান্ডা হয়ে গেল। কোনো রকমে উঠে মুখ হাত ধুয়ে জলখাবার খেয়ে চায়ের কাপটা হাতে করে বসার ঘরের জানলায় বসলাম খবরের কাগজটা নিয়ে। পড়তে পড়তে হঠাৎ কানে এল চেনা চেনা গলায়, বক্কুদা বাড়ি আছো? পাশের ঘরের জানলায় বসা বাবার গলা শুনলাম, কে বিনয় নাকি? চমকে তাকিয়ে ভাল করে দেখলাম ভদ্রলোক কে। পরনের ধুতি পাঞ্জাবিটা বুঝি বহুকাল কাচা হয়নি। হাতার কাছটায় খানিকটা ছেঁড়া। খাপচা করে কাটা মাথার চুলে জট পড়েছে স্নানের অভাবে। মুখ ভর্তি অপরিস্কার দাড়ী গোঁফের মধ্যে বেশীর ভাগই পাকা। এই আমাদের পুরোন স্কুলের ডাকসাইটে মাষ্টার বিনয় মুখুজ্জে, যার গলার আওয়াজে আমাদের বুকে হৃদকম্প হতো অঙ্কের ক্লাসে?

আমাদের স্কুলে এই বিনয় বাবুই বোধহয় ছিলেন সবথেকে রাশভারী। ছেলেরা ভয় পেলেও মাষ্টার হিসেবে বিরাট সুনাম ছিল তাঁর। তার ওপরে তিনি ছেলেদের শেখাতেন আবৃত্তি আর ডিবেট। দেখেছি দাদারা কলেজ পাশ করার পরও দেখা করতে আসতো স্কুলে বিনয় বাবুর সঙ্গে। রাশভারী হলেও খুব সৌখিন ছিলেন বিনয় বাবু। পরতেন সব সময় গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর মিহি ধুতি। ফর্সা রঙ্কের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর চেহারা থেকে যেন একটা জেল্লা বেরোত। দেখার মত চেহারা ছিল বটে।

গঙ্গার ধারে আমাদের স্কুলের গায়ে লাগা একফালি খেলার জায়গা ছিল জলের ধারে। ওখানেই আমরা স্কুলের পরে বিকেলে খেলতে যেতাম প্রতিদিন। মাষ্টার মশাইরা অনেকেই তখনো থাকতেন সময় কাটানর জন্যে। বিকেলে গঙ্গার ঝির ঝিরে ভিজে হাওয়াতে গরমকালের বিকেলটা বেশ উপভোগ্য বলেই মনে হতো। তার ওপরে গঙ্গার বাঁকের ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া পালতোলা নৌকো দেখার তৃপ্তিটা ছিল উপরি। এই খানেই বসে একদিন মাষ্টার মশাইদের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বিনয় বাবুর জীবনের আরো একটা অংশের কিছু কথা শুনে ছিলাম, যা আজও আমার মনে দাগ কেটে আছে।

বিনয় বাবু থাকতেন আমাদের পাশের পাড়ায় সস্ত্রীক। লোকের সঙ্গে মেলা মেশা একটু কমই ছিল তাঁর। ছেলে মেয়ে না থাকায় আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটাও ছিল আরো কম স্কুলের বাইরে। সেদিনও রোজকারের মত দুএকজন সঙ্গী নিয়ে স্কুলের মাঠে গেছি বিকেলে। বসে ছিলাম নদীর পাড়ে ঘাসের ওপর। অনতিদূরেই বসে ছিলেন কয়েকজন মাষ্টার মশাই বিনয় বাবু সহ। নিজেদের গল্প ছেড়ে হঠাৎ মন আকৃষ্ট হল বিনয় বাবুর গলায়। শুনলাম উনি বলছেন– এখানে আসার আগে আমি খড়গপুরের কাছে পিয়ালী স্কুলে পড়াতাম। ভারি সুন্দর জায়গায় আনন্দেই ছিলাম। একদিন স্কুল শেষে বাড়ী ফিরছি– হঠাৎ শুনি পাড়ার কাছে রাস্তায় সোরগোল। কাছে এসে দেখলাম পুকুর পাড়ে জড়ো হয়ে কিছু লোক হৈচৈ করছে। কয়েকজন আবার জলে নেমে হাঁতড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানা গেল কার নাকি বাচ্চা ছেলে জলের ধারে খেলা করতে করতে জলে ডুবে গেছে। শুনতে শুনতে হঠাৎ জলের দিক থেকে সোরগোল বেড়ে উঠল পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে বলে। তাকিয়ে দেখলাম জলে ভেজা একজন একটা বাচ্চা ছেলের স্থির দেহটা এনে পাড়ের কাছে শুইয়ে দিল। কাছে গিয়ে দেখতে গিয়ে বুকটা আমার হঠাৎ পাথর হয়ে গেল। এত আমারই পাঁচ বছরের আদরের ছেলে রবি। প্রথম বিহ্বলতাটা কেটে যাওয়ার পর তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে ওর ঠান্ডা ছোট্ট বুকের ওপর হাত চেপে ওর নিশ্বাসটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলাম। পাশের থেকে কে একজন বলে গেল ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে, উনি আসছেন। কিন্তু আমিতো অন্তরে বুঝছি এ নিস্ফল চেষ্টা। ওর ছোট্ট চোখটা খুলে ও আর কোনোদিনই আমাকে ডাকবে না। জীবনের কোনো লক্ষনই আমি খুঁজে পাচ্ছিনা ওর শরীরে। হঠাৎ লোকজনের গুঞ্জন আবার বেড়ে উঠল। শুনলাম কে একজন বলছে– দুজন খেলা করছিলো। আরেকটাকে পাওয়া গেছে। বলতে বলতে আরেকটি আরো ছোট বাচ্চার জলে ভেজা দেহটা একজন এনে রবির পাশেই শুইয়ে দিল। অবশ ভাবে রবির মুখ থেকে চোখ তুলে দেখলাম ওর মুখের দিকে– আমার কোন পড়শীর আজ এমন দুর্ভাগ্য হলো আমার মতো। চোখটা মুছে তাকিয়ে দেখে বিশ্বাস হলোনা নিজেকে। পায়ের নিচে মাটির দোলাটা কমলে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম না ভুল নয়।

দ্বীতিয় ছেলেটি আমারই ছোট ছেলে সমু। একটা দিনের কয়েকটা মুহূর্তে আমি সংসারে সন্তানহীন হয়ে গেলাম। বলতে বলতে বিনয় বাবুর গলাটা খুব আস্তে হয়ে প্রায় মিলিয়ে গেল। অন্য মাষ্টার মশাইরাও নির্ব্বাক। দুয়েকজনের চোখ চকচক করছিল। গলাটা পরিষ্কার করে বিনয় বাবু শান্ত ভাবেই বললেন- আরো শক্ত কাজটা ছিল বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বলা। তারপর আর ওখানে থাকতে পারিনি। চাকরি ছেড়ে এখানে এসে তার পর থেকে এখানেই। অন্যদের নির্ব্বাক সহানুভূতি অনুভব করে হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠলেন- মানুষের জীবনেতো অনেক কিছুই হয়- আমারও হয়েছে। সবকিছুতো আমাদের নিজের ইচ্ছেয় নয়। ভেবে কোনো লাভ নেই। এসব কথা হঠাৎ কেন মনে এল আর আপনাদের কাছে গল্পই বা করলাম কেন জানিনা। শুনে লোকের নিরর্থক সহানুভূতি আমার সহ্য হয়না। যাই আমি আজ- কটা ছেলেকে আবৃত্তি শেখানর আছে। জেলা প্রতিযোগিতাটাও তো এসে গেল। বলে উঠে পড়লেন বিনয় বাবু- শক্ত সঠিক পায়ে হেঁটে চলে গেলেন। মাষ্টার মশাইরা মৃদু গলায় বলাবলি করতে লাগলেন বিনয় বাবুর মনের জোর আর অদ্ভুত আত্মগর্ব্বের কথা। আমরাও আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে ফিরলাম। কিন্তু বিনয় বাবুর কথাটা তার পরেও বহুদিন আমার মনে পড়তো- বিশেষ করে তাঁর অসামান্য আত্মসম্মানের কথা।

সেই বিনয় বাবুর এই চেহারা? আমার প্রশ্নের উত্তরে দিদি বললো- তুই জানিস না? বিনয় বাবুতো পাগল হয়ে গেছেন। স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন- এই রকম ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তুই হষ্টেলে থাকিস বলে শুনিসনি। কৌতূহল দমন করতে না পেরে চটিটা পায়ে গলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম বিনয় বাবুকে ভাল করে দেখব বলে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিনয় বাবু জানলায় বসা বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। পাগল দেখার মজার জন্যেই বোধহয় পাড়ার দুচারজন ধারে কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় দেখে বাবা বললেন- বিনয়, এই রুদ্রকে মনে আছে? তোমার কাছে আগে পড়েছে। এখন কলেজে--পুজোর ছুটিতে এসেছে। বিনয় বাবু আমার দিকে একবার তাকালেন। ঘোলা চোখে কোনো চেনার প্রকাশ দেখলাম না। আমাকে অগ্রাহ্য করে বাবাকে বললেন- বন্দা, গোটা দশেক টাকা যদি দাও-পুজোর কিছু জিনিষ পত্র কেনা দরকার। আজকাল স্কুলেও যেতে পারছিনা কিছুদিন হলো শরীরটার জন্যে। একটু সেরে উঠলেই আবার শুরুক্ষ কোরবো। আমি স্তব্ধ হয়ে শুনলাম। এই সেই আত্মগর্ব্বী বিনয় বাবু, যিনি লোকের সহানুভূতির ভয়ে নিজের জীবনের চরম দুঃখের কথা লুকিয়ে নিয়ে বেড়াতেন-তিনি আজ লোকের কাছে পয়সা চেয়ে বেড়াচ্ছেন দিন চালানর জন্যে? বাবা বললেন এইতো গত সপ্তায় তোমায় টাকা দিলাম। এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল? বিনয় বাবু বললেন এ সপ্তায় শরীরটা একটু বেশী খারাপ হয়েছিল। ওষুধ পত্তরের যা দাম আজকাল- ওতেই শেষ হয়ে গেল। মজা দেখতে জড় হওয়া পাশের একজন বেশ শোনানর মত জোরেই বললো- অসুখ না ছাই। পাগলের ব্যাপারতো! কোথায় উড়িয়ে দিয়েছে। দেবেননা ওকে বন্দা। মন্তব্যটা অগ্রাহ্য করে বাবা বললেন- কিন্তু বিনয়, প্রতি সপ্তাতেই এরকম এসে টাকা চাইলে চলে কেমন কোরে? তোমারতো একটু হিসেব করে চলা দরকার। আমরাও মধ্যবিত্ত মানুষ। প্রতি সপ্তায় টাকা দেওয়াত আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিনয় বাবুর মুখের দিকে চেয়ে মনে হলো বাবাকে বলি ওঁকে আজকের মত কিছু টাকা দিয়ে চলে যেতে বলতে- অন্তত আমার সামনে থেকে। বিনয় বাবুর এই পরিবর্ত্তন আমি দেখতে পারছিনা। ভাবলেষহীণ মুখে শূন্যদৃষ্টি ঘোলাটে চোখ দিয়ে বিনয় বাবু আমাকে শুদ্ধ সকলকার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তার পর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন: বাবু- দুটো পয়সা দেবেন?

গৌতম গুপ্ত

অসময়ে স্বাগতম

কিমুন দেশে আইলামরে ভাই আগনেরও সময় নাই
পয়সা পয়সা কইরা স্যালা
কাম কাজ কইরা যাই।
সময় অসময় একটু আধটু ঘুমুই।
দাওয়াত দেয়ার কথা কয়না
দাওয়াত খাইতে যাইতে চায় না
পয়সা পয়সা কইরা স্যালা
কাম কাজ কইরা যায়।
সমাজ সেবা করতে চায় না
নাম ধাম কামাইতে চায় ! আর
সময় সুযোগ পেলেই
মানুষের বদ্‌নাম করতে চায়।
স্যালা পয়সা পয়সা কইরা স্যালা
কাম কাজ কইরা যায়।
স্যালা স্যালা করতাছি বইল্ল্যা রাগ করতাছেন
স্যালারা কাছে নাই বইল্ল্যা
অভ্যেস হইয়া গেছে
ভুল হইলে মাফ করবেন।
কিমুন দেশে আইলামরে ভাই
ভাল মানুষ খারাপ হইছে
দাড়ি নাই মৌলভী হইছে
গলা নাই শিল্পী হইছে
ছন্দ নাই কবি হইছে
চেচামেচি কইরা স্যালারা নেতা
হইতে চায়।
এই দেশে থাইক্যা স্যালারা
দেশের লেগি জান যায়।
এই করেন্গা বাল ছিরেন্গা
বাঠপারের আর যায়গা নাই।
বানান টানানের বালাই নাই
সাংবাদিকতা কইরা যায়
উল্‌টা পাল্‌টা খবর তারা
সব সময়েই দিয়া যায়
এটা হইছে ঐটা হইছে
সব সময়েই ধরেন
একবার মঞ্চে আইসা দেখেন
ডরে মুইস্তা দিবেন।
কিমুন দেশে আইলামরে ভাই
লজ্জা শরমের বালাই নাই
জৈষ্ঠ মাসে সবাইরে
বৈশাখী স্বাগত জানাই।

-- এম্‌ এইচ্‌ আকমল

কেনেশর স্মৃতি

সঞ্চিত বৃষ্টির আয়নায়
মুখ দেখিনি আমি কোনদিন,
ঢেকে যায় যদি আকাশটা
আর ফোটা নক্ষত্রের ছায়া।

যে ছায়া দেখেছিল
কেনেশ পাহাড়ের খাদে
নিদ্রাতুর ক্লান্ত সৈনিক
একশো বছর আগে
পিটারের পতাকার পাশে।

তাই আজ
রিমঝিম বৃষ্টির জলে চোখ রেখে
বসে দেখি আজো সেই পুরোন আকাশটা,
কেনেশ পাহাড়ের পাশে
যদি হয় নক্ষত্রপাত।

আয়নাতো মুছে যাবে কালই।
থেকে যাবে শুধু এই আকাশটা আর
এক মুঠো নক্ষত্র,
পুনর্জন্ম নিতে ফের নতুন বৃষ্টিতে
কোন এক বসন্তের দিনে,
আমি দেখি কিনা দেখি।

-- গৌতম গুপ্ত
২-১৫-৯৫

উল্টো–সোজা

হিল্লোল রায়
গারল্যান্ড, টেক্সাস, ইউ এস এ

সব কিছুতেই লুকিয়ে থাকে দু'টো করে দিক,
'উল্টো' এবং 'সোজা'–ই নাকি সত্যি কথা ও ঠিক।
দেশে যখন ছিলাম আমি সবই ছিলো সোজা,
খুঁজে পেতাম খুব সহজেই চোখটা রেখে বোজা।
জীবন ধারণ সহজ ছিলো, নাই কো হৃদে 'স্ট্রেস্',
মুখে ছিলো সদাই হাসি, মনটা ছিলো 'ফ্রেস্'।
অজানাকে জানার তরে ছিলো সজাগ মন,
সেই সুবাদেই খরচ করি আমার যখের ধন।
শুরু করি ভূগোল পড়া জানতে ধরাটাকে,
ধনী লোকের বাস–টা কোথায়, নিঃস্ব কোথায় থাকে!
গবেষণা চললো অনেক, কোন দেশেতে যাবো;
কোথায় গেলে মনের সুখটা সত্যি খুঁজে পাবো।
বয়স তখন অল্প ছিলো, মনটা দিলো সায়;
আমেরিকাই স্বর্গ নাকি, সবাই সেথা ধায়!
আটটি ডলার হাতে নিয়ে এলেম 'বুশ' এর দেশে,
সহজ সরল মনটা আমার পড়লো নতুন বেশে।

আচম্বিতে অনেক কথাই পড়ছে এখন মনে,
আড়াই দশক আগের স্মৃতি বলছি সবার সনে।

আমেরিকায় এসেই শিখি বলতে শুধু 'হায়',
এই কথাটা বললে দেশে দুঃখ সবাই পায়।
নিউইয়র্কে নামার পরে খুঁজে বেড়াই হোটেল,
এ নামে তে কেউ বোঝেনা, সবাই বলে 'মোটেল?'
শুনেই আমি ভ্যাবাচাকা – কোথায় আমি এনু,
চোখের সামনে সর্ষে ফুল দেখতে যেন পেনু।
মোটেল আমি পেয়ে গেলাম আধ ঘণ্টার মাঝে,
ক্লান্ত শরীর সইলো না তর, পড়লো ভেঙে সাঁঝে।
স্যুটকেশটা ফ্লোরে রেখেই খুলতে গেনু তালা,
চাবি ঘোরে উল্টো দিকে বোঝে সে কোন্ শালা?

বহুৎ কষ্টে ঘেমে – নেয়ে দিলেম তালা খুলে,
ঘরে ঢুকি অন্ধকারে, আঁৎকে উঠি ভুলে।
হাঁতড়ে খুঁজে পেলেম আমি লাইট সুইচ গুলো,
তারা ঘোরে উল্টোদিকে, যাবো যে কোন্ চুলো?
স্নান ঘরেতে পেলেম আমি ঠান্ডা–গরম জল,
রহস্যটা বুঝতে নারি, একি খুঁড়োর কল?
স্নানটা সেরে ট্যাক্সি নিয়ে গেলেম খেতে 'ডিনার',
ডাল–ভাতটা পেলেম না কো, কিংবা 'চারমিনার'!
ট্যাক্সিওলা চালায় গাড়ী ডান দিকেতে ঘেঁষে,
'সীট'এ বসে ভয়েই মরি, মরবো নাকি শেষে!
'সোজা' দেশেও চলে গাড়ী, আছে ট্র্যাফিক লাইট,
পাশ কাটিয়ে টেক্কা দেবার মূলেই থাকে 'ফাইট'!
'উল্টো' দেশের ফ্রি–ওয়েতে চলে অনেক গাড়ী,
ট্র্যাফিক পুলিশ গেলো কোথায়? ঘুমায় তারা বাড়ী?
দেশে যখন দিনের আলো, আমেরিকায় রাত;
দিবানিদ্রার ভক্ত আমি হলেম কুপোকাৎ!
বারো ঘন্টার ফারাক যে ভাই সত্যিকারের অনেক,
থাকতে দেশে এ ব্যাপারে ভাবি নি কো ক্ষণেক!
'উল্টো' দেশে এসেই আমি লাজেই থরথর,
মায়ের বাণী পড়লে মনেও পাই নি যে ভয় কভু!

বুড়ো আঙুল তুলে ধরে লোকে 'রাইড' চায়,
'সোজা'র দেশে দেখালে আঙুল ডান্ডা পানে ধায়!
'লিফট্' বললে কেউ বোঝেনা উল্টো দেশের লোকে,
তুলবে কোলে শিশু হ'লে, চুমু দেবে শোকে।
রাস্তা ঘাটে কেউ হাঁটে না, সবাই চড়ে গাড়ি;
বাস এর দরজা উল্টো দিকে, বললো আমায় আড়ি।
'সোজা' দেশের মানুষ আমি, বাস এই ঝোলে মানুষ;
'উল্টো' দেশে 'ক্যাডিলাক্'–টাই 'স্ট্যাটাস' নামক ফানুস!
পাঁচ সেন্ট এর আকার কেনো দশ এর থেকে বড়ো,
কারণটা ভাই খুঁজতে আমি বুদ্ধি করি জড়ো!

'পেনি'র সাথে 'ডাইম' গুলোর সাইজ হ'লো একই,
ধাতুর বরণ বোঝায় প্রভেদ ব্যপারটা নয় মেকি!
'সোজা' দেশের সিকি–দুয়ানীর সাইজ জানায় দাম,
টাকা–পয়সার ঘাটতি সেথায় ছোটায় লোকের ঘাম!
'উল্টো' দেশের কৃত্রিমতা দেখেই মরি লাজে,
মানুষ গুলো জ্যান্ত 'রোবট', সদাই থাকে কাজে।
তবুও আমি এসে ছিলাম 'উল্টো' নামক দেশে,
প্ল্যানটা ছিলো ফিরবো দেশে বছরখানেক শেষে!
ভুলক্রমে ডলার প্রেমেই আঁটকে গেলাম আমি,
'উল্টো' দেশই আপন হলো – মনকে বোঝাই থামি।
'শান্তিনীড়'এর জন্ম হলো ধুম–ধাড়াক্কা করে,
চারদেয়ালের মধ্যে যেথায় বুদ্ধি জাহাজ ঘোরে!
বাল্যস্মৃতি তবুও টানে সদাই দেশের বুকে,
হাসনুহানার গন্ধ যেথায় ডাকছে মোরে সুখে!
'সোজা' দেশের মা–মাসীদের আছে সরল মন,
'উল্টো' দেশে ক্রেডিট কার্ড–ই নিজের আপন জন!
'ব্রেণ–ড্রেণ'এর বলি হলো 'সোজা' দেশের লোক,
ডলার প্রেম–এই মত্ত মোরা, বুঝিনা তাঁদের শোক!
চিঠি লিখি কালে ভদ্রে চেয়ে আশীর্বাণী,
এ্যারোগ্রাম কিনতে তাঁরা পায়না হালে পানি।
বৃথাই মোরা রাগটা করি জবাব হলে দেরি,
ব্যাকুল মনের বিয়োগ তখন করে প্রভাত ফেরি।

তাই পরিশেষে আজ বলছি আমি দেখুন কভু ভেবে,
উল্টো–সোজার প্রভেদটা ভাই মনকে নাড়া দেবে।
তবে দু'দেশেরই ভালো জিনিস মেলান কভু যদি,
পাবেন খুঁজি স্বর্গসুখ, মর্ত্যে বসে নদী !!!

সিঙ্গাপুর আর হংকং দেখে এলাম

সব্যসাচী গুপ্ত

আমার ভাশ্নে ও ভাশ্নীর থেকে বহুদিনের নিমন্ত্রণ ছিল যথাক্রমে সিঙ্গাপুর ও হংকং বেড়িয়ে আসার ।গতবছর ভাবলুম ওদের কাছে ঘুরে আসি দেশ থেকে ফেরার পথে। ২৯শে জুলাই পৌঁছলাম সিঙ্গাপুর, এয়ারপোর্ট দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। খুবই বড় পরিচ্ছন্ন এই এয়ারপোর্টের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গ্রীষ্মমন্ডলের বহু উদ্ভিদ এর শোভা বর্ধন করেছে।

সিঙ্গাপুরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও চওড়া, চারিদিকে উঁচু গগনচুম্বী বাড়ি। বহু বাড়ির গায়ে পৃথিবীর বড় বড় কোম্পানীর নাম, এগুলি তাদের অফিস বা কারখানা। আর দেখলুম HDB-র (Housing Development Board) ফ্ল্যাটবাড়ি যেগুলিতে সিঙ্গাপুরের জনসাধারণ থাকে ভাড়া দিয়ে বা কিনে। বিদেশ থেকে চাকরি নিয়ে যারা এসেছে তাদের বাড়ির একটা নমুনা পেলাম ভাশ্নের বাড়িতে গিয়ে। পনেরো তলার উপরে অনেকগুলো বেডরুম নিয়ে একটা বিরাট ফ্ল্যাট, চারদিকে ঝুল বারান্দা। সামনের দিকের ঝুল বারান্দা থেকে সিঙ্গাপুরের বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যায়। বাড়ির কম্পাউন্ডের ভিতরে সুইমিং পুল, টেনিস খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার। বাড়ির কাজের জন্য রয়েছে ঝি, শ্রীলংকার মেয়ে। রাস্তায় খুব জাপানী ছোট গাড়ি চোখে পড়ল, দেশের মত স্টীয়ারিং হুইল ডানদিকে "Keep to the left" পদ্ধতিতে চলার জন্য।

মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে সবাইকে নিয়ে এখানকার Juron Bird Park দেখতে গেলাম। এখানে প্রায় সাড়ে চার হাজার ভিন্ন ভিন্ন পাখী রয়েছে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে। বিশেষ আকর্ষণ ছিল শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে পেঙ্গুইন পাখীরা। ওদের খাওয়াবার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম। ওদের মুখ ঠুসে ঠুসে মাছ খাওয়ানো দেখলুম। অনেক রকম পাখীর Bird Show-ও খুব উপভোগ্য ছিল। পার্কের ভিতরে একটা Monorail Service-ও আছে।

❀ ❀ ❀

পরদিন ৩০শে জুলাই East Coast Park এ বেড়াতে গেলাম। Singapore Straits এর পাশে এই পার্কটা খুব জনপ্রিয় আমোদ প্রমোদের জায়গা - সমুদ্রতট, উদ্যান, টেনিস খেলার মাঠ, পাল তোলা নৌকাবিহার ইত্যাদি নিয়ে। সান্ধ্যভোজ করা হল chili crab দিয়ে, এরকম সুস্বাদু কাঁকড়া আর কোথাও আগে খেয়েছি বলে মনে পড়েনা। প্রায় ২৮ লক্ষ লোকসংখ্যার ৭৮% চীনে, ১৫% মালয় এবং ৬.৫% ভারতীয়। সরকারী ভাষা হল ম্যান্ডারিন চাইনিজ, মালয়, ইংরিজী ও তামিল। ভারতীয়রা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তাও এদেশের উন্নতির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান তাদের।

রাতে Little India, Arab Street ও Orchard Road গাড়িতে ঘুরে দেখলুম। Little India-তে অনেক ভারতীয় ও বাংলাদেশী লোক, ভারতীয় শাড়ি, মুদির দোকান, ও খাবারের রেস্তোঁরা দেখলুম। Arab Street হল মুসলিম সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রস্থান আর Orchard Road হল পৃথিবীর অন্যতম ব্যয়বহুল শপিং সেন্টার।

❀ ❀ ❀

পরদিন সিঙ্গাপুরের Mass Rapid Transit (MRT) নিয়ে Orchard Road Station থেকে City Hall পর্য্যন্ত যাতায়াত করলাম। খুব সুন্দর এই সাবওয়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্ল্যাটফর্মে জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। একটা glass enclosure দিয়ে প্ল্যাটফর্ম ঘেরা। ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্মে থামে, তখন কামরার দরজা যেখানে খোলে, সেখানে glass enclosure-এর দরজাও খুলে যায় ও যাত্রীরা ওঠানামা করে। ট্রেন ছেড়ে দেবার

সঙ্গে সঙ্গে glass enclosureএর দরজাও বন্ধ হয়ে যায়।

বিকেলে পাহাড়ি রাস্তা ধরে Mount Faberএ উঠে সেখান থেকে cable car-এ এখানকার চিত্তবিনোদনের প্রধান কেন্দ্র Sentosa Island-এ গেলাম। ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত এটা ছিল British Military Base, এখন নানারকমের আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের জন্য। সিঙ্গাপুরে ৮০/৯০ ডিগ্রী (ফারেনহাইট) গরম থাকলেও বিশেষ অসুবিধা হয়নি চলাফেরা করতে। এ কদিনে উন্নত দেশ সিঙ্গাপুরের যে পরিচয় পেলাম, তাতে মুগ্ধ হলাম। এই দেশের উন্নতির পিছনে একজনের বিশেষ অবদান আছে, তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী Lee Kuan Yew। কঠোর পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা দিয়ে একটা দেশ কিরকম উন্নতি করতে পারে সেটা দেখিয়েছেন উনি।

❋ ❋ ❋

১লা আগষ্ট সকালে আমরা হংকং রওনা হলাম সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে, পৌঁছাতে লাগল ঘন্টা তিনেক। Hong Kong Island, Kowloon Peninsula, New Territories আর Outlying Islands নিয়ে দেশ হংকং। এয়ারপোর্ট আর ভাগ্নীদের বাড়ি দুইই Kowloon-এ। জায়গাটা সিঙ্গাপুরের তুলনায় অনেক প্রাণবন্ত মনে হল। রাস্তার দুপাশে ফুটপাথ দিয়ে প্রচুর লোক হাঁটছে, সিঙ্গাপুরের রাস্তাঘাটে খুব বেশী লোক দেখিনি। নিউ ইয়র্কের সঙ্গে মিল দেখলাম একটা দিক দিয়ে, গগনচুম্বী বাড়িতে ভর্তি, সিঙ্গাপুরের তুলনায় সংখ্যায়ও অনেক বেশী। সিঙ্গাপুরের মত অত পরিষ্কার নয় সব অঞ্চল, কিন্তু সম্পূর্ণ নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রেখে গাড়ি ও মানুষ সবই চলেছে যথাক্রমে রাস্তা ও ফুটপাথ দিয়ে।

প্রায় ৬০ লক্ষ লোকসংখ্যার ৯৮% চীনে, সরকারী ভাষা হল Cantonese। এটা হল দক্ষিণ চীনের Canton প্রদেশের ভাষা, যেটা সারা পৃথিবীর চীনেরা ব্যবহার করে। হংকং হল প্রায় ১৫০ বছরের বৃটিশ উপনিবেশ। ১৯৯৭ সালে হংকং People's Republic of China-র অংশ হচ্ছে Special Administrative Region (SAR) হিসেবে। Kowloon-এর Tsim Sha Tin অঞ্চলের বাজার আর New Territories-এ Sha Tin অঞ্চলের নতুন Town Building দেখলাম। এই বাড়িগুলি নদী থেকে পুনরুদ্ধার করা জমিতে তৈরী হয়েছে।

❋ ❋ ❋

২রা আগষ্ট গেলাম Hong Kong Islandএ Victoria Peak দেখতে। এর উচ্চতা ৫৫০ মিটার। সাধারণতঃ এখান থেকে হংকংএর বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু বৃষ্টি ও কুয়াশা থাকার জন্য স্পষ্টভাবে সম্পূর্ণ হংকং দেখা যায়নি, মেঘ হাতের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ায় চমৎকার স্পর্শানুভূতি হয়েছিল। হংকংকে ক্রেতা-বিক্রেতাদের স্বর্গ বলা হয়। দরকষাকষিও চলে। Victoria Peak থেকে রওনা হলাম Stanley bazar-এর দিকে। এটা হংকংএর বিখ্যাত বাজার, যেখানে সব জিনিস ন্যায়সম্মত দামে পাওয়া যায়। বাড়ি ফেরার পথে Victoria Harbour-এর পাশে বহু দামী হোটেল দেখলাম, তার মধ্যে The Peninsula Hotel অন্যতম। সারি সারি Rolls Royce দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ঐ হোটেলে। Hong Kong University-র পাশ দিয়েও গেলাম।

সন্ধ্যায় Hong Kong Cultural Center দেখলাম Victoria Harbour-এর পাশে। এই সময় আলোর মেলায় হংকংএর যে দৃশ্য দেখলাম, তা কোনদিনও ভুলব না। গগনচুম্বী বাড়িগুলিতে বাণিজ্যবিষয়ক বিজ্ঞাপন ও Harbour-এ নৌকা, স্টিমার, ফেরি ইত্যাদি নিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছিল। Star Ferry-তে Kowloon থেকে Hong Kong-এ গেলাম ও Mass Transit Railway করে জলের তলা দিয়ে টানেলে Kowloon-এর দিকে ফিরে এলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাবওয়ে এদেশের ৬০ লক্ষ লোকের প্রধান যানবাহন। এই সাবওয়ের বৈশিষ্ট্য হল ট্রামগাড়ির

মত electric traction power আসে গাড়িগুলির উপরে trolley wire থেকে।

* * *

পরদিন ৩রা আগষ্ট সারাদিন বৃষ্টি পড়ল মুষলধারে (প্রায় ২০০ মিলিমিটার)। ওদেশ থেকে ফিরে আসার পরে শুনেছি টাইফুনে বেশ কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি সত্ত্বেও গেলাম Hong Kong Islandএ Pacific Plaza Mall-এ। এটা অ্যামেরিকার খুব সুন্দর Mall-এর মত, স্থানীয়, মার্কিনী ও বৃটিশ নামকরা দোকানে ভর্তি।

পরদিন সকালে রওনা হলাম New Territories-এ Lok Ma Chau এর দিকে। ওখান থেকেই People's Republic of China (PRC)-র সীমানা দেখা যায়। পথে Kowloon-Canton Railway-র গাড়ি দেখতে পেলাম, এটা Hong Kong থেকে PRC-তে যায়। Lok Ma Chau এ এসে দেখি একটা ছাউনি দেওয়া প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, সেখান থেকে খুবই পরিষ্কার PRC দেখা যায়। তারকাঁটার বেড়ার ওপারেই PRC, কতগুলো কুঁড়েঘর চোখে পড়ল। অদূরেই PRC-র Canton province-এর Guangzhou। এখান থেকে Hong Kong Guangzhou সড়ক পরিষ্কার দেখা যায়, যাতে বহু ট্রাক চলেছে জিনিষপত্র বোঝাই করে। অদূরেই Guangzhou-র Special Economic Zone (SEZ)-এ বহু গগনচুম্বী বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। Hong Kong-এর বহু আন্তর্জাতিক কোম্পানী তাদের কারখানা SEZ-তে নিয়ে যাচ্ছে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায় বলে, সরকারও এ ব্যাপারে PRC-কে সাহায্য করছে। এটাই ছিল হংকংএ আমাদের শেষ দিন। সন্ধ্যায় রওনা হলাম San Francisco।

* * *

এশিয়ার দুটো সেরা অর্থনৈতিক কেন্দ্র ও উন্নত দেশ দেখে খুব আনন্দ পেলাম, তবে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হতাশা ও দুঃখ হল। কারণটা খুবই সহজ। ভারতবর্ষের খুবই কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই দুটো দেশ ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকার উন্নত দেশগুলির কাছাকাছি নয়। মনে হল, এদেশগুলি যদি এত উন্নত হতে পারে, তবে ভারতবর্ষ নয় কেন। কি করে ভারতবর্ষ এদের মত হতে পারে, সেটা বিশ্লেষণ করার ইচ্ছা হল।

একনায়কত্ব বা কড়া নিয়মকানুন দিয়েই কি সিঙ্গাপুর উন্নত হয়েছে, নাকি অন্য কোন গুণের জন্য? হংকং তো প্রায় ১৫০ বছরের বৃটিশ উপনিবেশ। চোখে যা দেখলাম তাতে কোন সন্দেহ নেই এ দুটো দেশের লোকেরা পরিশ্রমী, আইনশৃঙ্খলা মেনে চলে, পরিচ্ছন্ন, এবং এদের নৈতিক অবনতি হয়নি। তাছাড়া এদুটো দেশে ধনতন্ত্রবাদ চলছে খুবই সাফল্যের সঙ্গে বহুকাল ধরে। বহু বিদেশী অর্থে SEZ-এর বিনিয়োগ হয়েছে বা হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লগ্নীর অংশও খুবই বেশী। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে খুবই কম হয়েছে। সবেমাত্র মনমোহন সিং ও নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে free economy - এই চেষ্টা সফল হোক এই কামনা করি।

কিন্তু যেদেশে লোকেদের এত নৈতিক অবনতি, যেখানে জনসাধারণ নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলেনা, যেখানে উৎপাদনক্ষমতা এত নিম্ন, যেদেশ এত অপরিচ্ছন্ন, এবং যেদেশের লোকসংখ্যা এত বেশী, সেদেশে কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উন্নতি করা সম্ভব ওই দুটো দেশের মত ? এর উত্তর ভবিষ্যতই দিতে পারবে। ⊛

BLIZZARD OF '96

When I went for grocery shopping
I was sure a blizzard was approaching
The supermarket was overcrowded
Soon all the staple food got exhausted
Panicky people were stocking
As if a famine was nearing
Almost two feet of snow fell
With storm and drift
Rain and sleet
People started to shovel
Sledding or skiing
Or simply sliding
People made those days
Wonderful holidays
Of course there were delays
In trains and planes, buses and subways
In snow-plows and dump trucks
And losses in businesses
But people will remember
The silent beauty of this blizzard for ever.

-- Sabyasachi Gupta
January 22, 1996

ATLANTA OLYMPICS

The city that I was from
The city where I have come
I saw a million people come to the city I'm from
I saw athletes amaze
On the hot Georgia days
Running races, strong willed faces
In the red Georgia clay
The feats are complete
By living superstars
As the average man can only stand
And watch it from afar
Hotlanta Georgia
Was waiting for ya
In 1996
A good time was had by one all
At the 100th Olympics.

-- Rajarshi Gupta (Columbia, MD)

FLY LIKE A DOVE

Pranab Lahiri

We have just been back home from a trip. In point of fact, I should call it two trips, as we spent a night at home in between the two. We first went to North Carolina and then to a few Western states with Boulder, Colorado, serving as our hub. During the trip I realized that we had spent six consecutive nights in six different states. Saturday night was spent in North Carolina and we spent Sunday night at home in Georgia. On Monday, we flew to Boulder where we spent the first night of our second trip. We rented a van in Boulder and drove off the next morning. The three following nights were spent respectively in Wyoming, South Dakota and Nebraska. As we returned to Colorado the next evening the chain was broken. Though now-a-days we travel a lot over vast distances, this was the first time that we had spent six nights in a row in six different states and felt free like a dove.

Most Systems Have Distinguishing Characteristics

VISITING THE METROS OF THE WORLD

Sabyasachi Gupta (Columbia, MD)

Every Metro system has features that make it distinctive or even unique. I've visited many systems. Others I've researched in other ways.

Atlanta

Peachtree Center Station, which is about 100 feet below street level, features exposed natural granite. Unlike Washington Metro, each station in Atlanta is architecturally distinct.

Boston

Oldest subway system in the United States. Construction started in 1895.

Calcutta

Riders enjoy movies and music videos on the station platform as they wait for the train.

Hong Kong

Gets its traction power from trolley wires overhead rather than from a third rail.

Moscow

Features ornate and grandiose architecture, even massive chandeliers, in most stations.

New York

Largest bus and rail system in the United States. It has fleet of 3,718 buses serving 231 routes and it has 704 miles of rail with 469 stations.

Paris and Montreal.

Have rubber tires on their trains.

Singapore

Passengers are separated from the platform edge by glass enclosures for safety. When a train stops at the predetermined location, doors in the glass and in the rail cars open at the same time. The train control system operates both the train and the platform doors.

Washington D.C

Metrorail has the unique feature of flashing edge lights in the station platform for the safety of the passengers. Also, 230-foot escalator at Wheaton is the longest escalator in the U.S.

France

Fastest train in the world, TGV 587, travels from Roissy Charles de Gaulle to Lille Europe. It covers the 126.9 miles in 49 minutes at a speed of 155.3 mph. For comparison, the fastest train in Japan is 31 Nozomi, which travels between Kokura and Hiroshima. It covers the 119.3 miles in 50 minutes at a speed of 143.2 mph.

U.S.

Fastest trains today are Metroliners from Baltimore to Wilmington, travelling 68.4 miles in 43 minutes at a speed of 95.4 mph. Amtrak has ordered 18 high-speed trains that will travel up to 150 mph in the Washington, D.C. to Boston rail corridor. First trains will be delivered in late 1999.

DURGA PUJA

For the last few years, it has been my wont, when asked by my mother for a submission to the Durga puja brochure, to respond with one or two poems which she is free to print and others to ignore. No longer. Here, instead, is my explanation for why I attend Durga puja festivities each year.

Durga puja is different from other Bengali occasions to me, and is essentially the only Bengali function I attend. Yet I am somewhat embarrassed to admit that I do not know why Durga puja is so special to me. A response based on the religious significance of the occasion will not do. Durga puja certainly has a religious significance which sets it apart from other occasions, but its religious significance mostly escapes me. I think the real reason why Durga puja is so important to me must be that it provides continuity in my life. I remember going to one in our neighborhood in Calcutta as a very young child, and to another in Zambia as a somewhat older child. By going, I can experience the familiar devotions and recapture, at least for a moment, continuity with the past.

The older I get, the more I value continuity. There are many reasons which I can give to explain this phenomenon, such as that we cannot know who we are unless we know where we came from, cannot create something which is uniquely ours unless we understand and appreciate that which came before, and (to paraphrase Winston Churchill) that all intelligent people are social liberals at 18 and social conservatives at 65. But, as with the religious explanation for the significance of Durga puja, these very rational explanations all lack something: none of them can explain the feeling that I get at Durga puja.

So ultimately all I can say about Durga puja is that, in some essential way, it is similar to the act of singing together an adhunik song to which we all remember the words. We need not be great, or even passable, singers to share in the joy of such songs. This joy comes from the sense that we are doing exactly what countless people -- our parents, grandparents, and forebears beyond mention -- have done for an unimaginable number of generations. Whatever our differences as individuals, we are, each one of us, part of something greater, which lasts through centuries and continents.

Yasho Lahiri
Mamaroneck, N.Y.

Two Pink Doors in Paris

by: Deepanita Chakraborty-Sengupta

Part 1) Strolling Around Paris. ~

"Wwwoooowww!" exclaimed sixteen-year-old Lynne Connelly as she raced out of the Hotel Matignon and rejoined her tour group. "I can't believe it, she continued, "this place looks exactly like when I came here as a kid!"

"When did you last come here?" asked a smooth, seductive voice with the slight trace of an accent.

"About ten years ago," twisting her jet black tresses into a ponytail, Lynne returned his smile, "my dad gave a lecture at the Sorbonne."

"What was his lecture about? Is he a professor?"

"Yes. He used to teach chemistry at NYU...New York University."

"I went to NYU. So you are also from the city? That's where I was born."

"Reeeaally! I used to live there! I was born in Syracuse."

"How long were you in the city?"

"I was two when we moved there, seven when we left. Five years. Then California, now Tennessee."

"How do you like Tennessee?"

"I hate it, can't wait to leave! I want to go to NYU after this year, if they let me graduate early, or else two years."

"What do you hate about it?"

"It's no fun. California was great."

"Why do you say that?"

"I don't have any friends except Laura Lee! They don't like outsiders. My brother is very popular though, but it's easier when you're young. They haven't learned intolerance yet."

"How old is your brother?"

"Frederick is nine. He's seven years younger than I am."

"So Fred gets along fine in... What part of Tennessee? My parents live in Memphis. We had to move there when I was a junior. Is that what you are going to be?"

"Yeah. We live in Crawley, it's a little town outside Nashville. We just moved this spring."

"Nashville, the country music capital. So, do you like Willie Nelson?"

"That's an old artist. You should be asking about Wynonna Judd or Garth Brooks or...someone..." Lynne stated pertly.

"You're quite a fan. Two names only."

"Actually I hate it. What about you? An old country boy?"

"Actually I don't care for it either. I don't even know the current names."

"Yeah, the only reason I know is because Laura Lee is a country/western fan. She loves Wynonna Judd. She is pretty, that's all I can say. I do listen to country music with Laura Lee. I can listen to anything, but liking it is another story."

"Same with me. So, what kind of music do you like?"

"Opera, classical, jazz, but hard rock is my favorite."

"Are you going to see *Madame Butterfly* tonight?"

"Yes. I am also going to *The Moody Blues* concert on Friday and *South Pacific* next week."

"You want the grand tour: sightseeing, shopping, entertainment, social. You and those two other girls spent the whole time shopping yesterday. So--"

"Not the whole time!" Lynne interjected and stopped for his next sentence.

"Do you have a date for *Madame Butterfly* tonight?"

"Nn...um...no," she stammered, playing with her raven hair; her ponytail askew.

"What else did you do yesterday?"

"Ww...we went to a movie."

"Which movie?"

"It was the French version of *Let's Make Love*," Lynne blushed. "The movie with Marilyn Monroe and Yves Montand. It was made in 1961 and..."

"And?" he asked.

"It was good."

"You liked it?"

"Yy...yes...especially..."

"Especially what?"

"Uhh...um...Have you seen it?"

"Three times."

"Reeeaally! I don't like current movies over and over, but old ones I... I am into old movies. I just read a biography about Marilyn Monroe."

"Would you like to see that movie again? I wouldn't mind a fourth time."

"Yes! Um...I mean...it was a good movie."

"Why don't we go to *Madame Butterfly* tonight and the movie can wait until tomorrow."

"Yye!...uh...yeh...I...ah," Lynne quietly smiled the acceptance.

Her insides turned in excited somersaults at the unexpected invitation. She had her eyes on Gaetano "Guy" diLaurenti since she first saw him at the airport. Lynne was ecstatic when she found out that he was a sophomore from Columbia University and part of her tour group. There were seventeen students total in the tour group led by Madame Deschamps the teacher and their guide Marc.

Including Lynne and Guy, the tour group consisted of ten Americans. Lynne and six others were in high school, Guy and two others were college students. England had four representatives. Germany had two, Ilse Becker and her brother Jans who had become Lynne's friends. She also made friends with Miles O'Brien a junior from Plano High School in Texas. Gabrielle de la Moine had come from Avignon to see her country's capital; her family would be Lynne's hosts for the summer school session. Lynne had confided in her host and her other

friends of her feelings for the handsome Italian from the Ivy League. Lynne had not expected him to ask her out in the course of their two week tour.

"This is Paris," Lynne sighed to herself, "the capital of Romance!"

Happily, she hummed *As Time Goes By*, her feet gliding down the cobbled walk. Her song was interrupted by a motorcycle charging straight for her. Shocked, Lynne froze solid in her tracks. Suddenly, she felt strong, bronzed arms lifting her to safety, punctuated by screams which turned to cheers.

* * * * * * * * * * * *

Part 2) An Outdoor Cafe. One Week Later. ~

"I knew right then that you were a fan of old movies," Guy diLaurenti stated.

"What gave me away?" Lynne asked.

"Your clothes and mostly your hat... It was like you stepped off the set of *Casablanca*."

"Did I really look like that?"

"You looked like an incurable romantic."

"Did I?"

"Was I right?"

"Yes, I am. Actually the 1940s are my favorite era and my favorite movie was *Cas...*" Lynne looked up spying a pair of steel gray eyes.

"*Casablanca* was my favorite too. My mom was into old movies. I used to go to film festivals with her," Guy was nostalgic. Lynne was startled.

"Excusez-moi, Guy.*1 I must speak with you," demanded the voice accompanying the penetrating, gray eyes.

Lynne serenely remained seated and donned a polite smile mismatched with her golden-brown eyes. Guy stiffly rose to obey the command. She observed that his suave manner had been replaced by agitation and perhaps fear. His smooth, confidant stride turned slow and cowering like a beaten dog following his master. Leading Guy to the opposite end of the cafe, the stranger stole a covetous glance at the naive teenager. Guy glared at him and flashed Lynne a simulated smile. She waived and returned the smile. Her lovely face was pale against her dark hair which she tucked under her pale pink beret.

"This could have been the perfect afternoon," Lynne sighed gazing at the storybook panorama of *gay Paris* from the outdoor cafe.

The tall office buildings on either side provided a striking contrast to the cafe with its red and white clothed tables shaded by umbrellas of the same colors. She noted great diversity among the people who filled the cafe, the busy streets and the quaint shops. They were of various races and nationalities. Some were well-dressed in haute couture or crisp business suits contrasting others in torn, raggedy attire. Many donned the obvious tourist look complete with guide books and maps. Lynne giggled in her own white mini-dress printed with pink flowers. Her camera was safe in her pink purse matching her shoes and beret.

"I may be an American tourist, but I am not modeling that silly look," she had declared, "Anyway, I'm half French so I should fit in here."

"At least half of you should!" Miles had stated, "So you can wear half the outfit, just leave the top off."

"Yeah, right!" Lynne had scoffed.

"What is the other half?" Guy had inquired.

"Excuse me?" Lynne had raised her eyebrows.

"You are half French and what else?"

"Irish. My last name is Connelly. My dad is Irish and my mom is French. What about you?"

"Both my parents are Italian."

"It must be great. I love homemade pasta! You told me that your mom loves to cook. What does she make?"

"Actually I am not too fond of pasta," Guy had confessed.

"Seriously? It's wonderful and...you're supposed to be Italian. So you should love lasagna, fettucini alfredo, veal parmigiana, tortellini, and--"

"Heart attacks!"

Lynne laughed at the memory. Then, her smile disappeared.

"What is going on with Guy?"

This was not the first time they were interrupted and her Parisian Romeo was transformed into this inscrutable creature. Lynne recalled their first date the performance of *Madame Butterfly*. Although no one had approached him that evening, Guy had disappeared during intermission leaving Lynne alone in a crowded theater. Attending the next act solo, Lynne was anxious wondering if he would ever return. He did come back, accompanied by that man. It was not always the same person who interrupted them. Lynne noted that this snake-eyed character affected Guy worse than the others. He had been cold, hardly polite through the remainder of the opera.

The next day, Lynne awoke in the youth hostel annoyed by every inconvenience of the trip. She had walked to the bakery/pastry shop as usual for breakfast with her friends. They stopped at the fruit stand, Lynne bought a banana and a grapefruit which she split with Gabrielle. It had been like any other morning, but Lynne was unusually silent throughout the meal. She did not pump on about her first date as she normally would have. However, that had not kept them from asking.

"How did you *make out* last night?" Ilse had started.

Lynne replied with a sour expression.

"Cool off, Lynne. She didn't mean it that way," Miles defended, "They don't know these American expressions."

"Of course not," Ilse giggled. Jans grinned, pinching his sister.

"Pourquoi est-ce qu'il ne prend jamais le petit dejeuner avec toi?"*2 Gabrielle demanded.

"He goes to college," Miles drawled, "He's too cool for us."

Lynne grimaced.

"Sorry Lynne," he apologized.

"I don't care!" Lynne resolved silently, "That was the first date and the last!"

"That was the longest breakfast," Lynne thought as the quintet of friends joined the tour group

No sooner had their eyes met, Lynne was greeted by a fragrant bouquet of red roses and a kiss. Guy was genial, apologetic, and full of his usual charm. Lynne had been compelled to accept his apology.

"There must be a logical explanation," she had conceded.

However, that explanation had not yet come. On the contrary, there were more and more questions.

"I wish he would confide in me," Lynne sighed.

Lynne had confided in Guy. He took a genuine interest in her interests. Much to her surprise, Guy had addressed her thoughts seriously. Their discussions/debates had been stimulating and inspiring from Hollywood history to current world issues and the future of democracy.

"You are a very involved student," Guy once said.

Lynne was a member of the Crawley High School Debate team, Spanish club, French club where she was elected President for next year, and National Honor Society.

"Next year Laura Lee and I are going to start a Classic Film club and a club about multi-cultural awareness, but... I don't know if it would work."

"Why do you say that?" Guy asked her.

"Because most people wouldn't know where to find France on the map and they're still fighting the Civil War. It's been over a hundred years, but just tell them you were born in New York!"

"Anyway, it seems like you are popular. You are a good leader."

"Thanks. I try," Lynne had smiled fingering her jet black curls. "Do you think I can make it at NYU? I know it's going to be hard getting in. Any advice?" she asked.

Guy was silent weighing his words.

"Well you can succeed in whatever you try."

"Thanks for the confidence," Lynne smiled, "so what do you want to major in? I thought you had to decide next year. What is it like in the Ivy League?"

That was one of the times when Guy had become mysteriously quiet. Just when she thought she was getting to know him, Guy was impenetrable.

"Why is he like that?" Lynne wondered.

"Lynne!" Guy's voice resonated from the other end of the cafe, "Go away!" He shouted as the snake-eyed stranger dragged him to a motorcycle which he expertly started and drove off. In the stranger's gloved hand, Lynne saw something metallic flashing inches from Guy's neck. Could it be a knife?

"That motorcycle looks familiar," Lynne thought. She was appalled. It looked like the one which almost ran over her last week. Unable to move, she continued to stare.

Suddenly, Lynne felt strong, graceful, slender hands with elegant, pink fingernails grabbing her shoulders. She was dragged across the cobbled walk to her favorite pastry shop. She fell face down into a grand chocolate cake as a grand *boom!* from the cafe across the street shook the tiny shop.

* * * * * * * * * * * *

Part 3) Group meeting. The Next Morning. ~

"You were there, Lynne. Did you see what happened?"

"Is this some terrorist group?"

"How did you know to leave? You were running across the street when we waved."

"I didn't run," Lynne answered almost defensively, "she dragged me away from there."

"Are you off your rocker?" the British accent mocked, "You were running and there was no one anywhere near you."

Lynne looked up to face the inquisitor and quickly transformed her confusion into a glare. At first, being surrounded by the other students and their questions made her feel like a celebrity sought after by the media and her adoring fans. She now felt confused and irritated by the interrogation.

"How am I supposed to understand when nothing makes sense anymore?" Lynne thought.

"Where was Guy?" Ilse questioned, "Didn't you go together?"

"Ou est Guy maintenant?"*3

"Yeah, where is he? He didn't come yesterday after..." Miles's voice trailed off. "I'm sorry, Lynne." He squeezed her shoulder.

"I'm sure he's fine," Lynne shrugged. She was ruminating.

"Is Guy really OK?" Her delicate face formed a worried frown, her delicate fingers were tangled in her hair. "What is Guy involved in? He didn't have anything to do with the bombing. I know he didn't. He was obviously scared of those thugs. What are they doing to him? Why..."

"Seven people were killed and twenty injured," another American voice accused. "Who would want to hurt all those innocent people? What do you think, Lynne?"

"Did you know something before?"

"How could she know?" Miles asked.

"She did!"

"Yes, she had to know or why would she run away?"

"Yeah, why did you run away, Lynne?"

"Why did you run away?" "Why did you run away?" "Why did you run away?"

That question echoed from all angles and Lynne had no answer. It was becoming clear that this odd situation with Guy had put her in jeopardy. The naive teenager in her search for romance had stumbled upon danger. She was frightened to think that the whole group was accusing her.

"Guy told me to leave. He yelled 'go away' and he left too. I don't know anything else," Lynne tearfully confided to Miles.

"Where does Guy fit in?" he whispered.

"I have no idea."

"I always thought he was weird," he stated. She nodded silently. Guy diLaurenti was not Lynne Connelly's sole mystery.

"How come no one else could see that lady dressed in pink who dragged me across the street?" Lynne was baffled thinking of her rescuer. She remembered her childhood visit to the City of Lights and her childhood guide to the Eiffel Tower.

"The last time I saw Paris..." Lynne thought, "ten years ago..." The faded memories began to clear again.

"Wwweeeee!" five-year-old Lynne Connelly sailed down the wooden banister of the Hotel Matignon and laughed merrily, flying into her mother's arms.

"Hey!" cried Mrs. Anna Connelly almost falling over.

"Hey!" cried Dr. Max Connelly catching his wife and daughter, while trying to retain his own balance.

"Vhy did jou slide down ze banister! Could jou not use ze stairs?" the plump, French nanny scolded.

"Cause it's quicker and funner!" Lynne answered pertly.

"Well, you are not supposed to, that's what stairs are for," her mother reproached, "and you should not talk like that. Now, tell Hortense that you are sorry."

"Je suis desole, Mademoiselle. Mais-"*4 Lynne's statement was cut short by a hand cupped over her mouth.

"Let's go have breakfast," Dr. Connelly led his daughter to Chez Matignon the restaurant, "Lynne Marie, you must be polite and conduct yourself like a young lady. It's time to grow up."

Mrs. Connelly addressed the nanny, "Merci Hortense. Nous nous revenons ici apres le petit dejeuner."*5

"Oui Madame."*6

"Why does our room have a white door?" Lynne inquired indignantly.

"What?" her parents asked in unison.

"I saw that some doors are white and some are pink. Ours is white and we should have a pink one."

"Sweetheart," her mother began, "when they gave us the suite, they looked at the number not the color of the door. That is not important."

"Yes it is!" Lynne cried with surprise at the sudden lack of admiration for her favorite color. At home, her parents had always made sure to have all her things in pink from the lampshades in her room to the ribbons in her hair. "Can we please have a suite with a pink door?"

Her father shook his head, "We'll talk to the manager. They will move us to a new suite with the prettiest pink door."

"Thank you! Or merci beaucoup! Ne c'est pas?"*7

"Correct, ma cherie,"*8 her mother answered.

"When do we see the Eiffel Tower?" Lynne asked over her breakfast.

"I'm afraid we are not, honey. We have to be back in London after Daddy's lecture."

"But that's unethic!" the child protested, "we are in *gay Paree* and we can't see the Eiffel Tower."

"The word is *unethical* not *unethic* and it's *more fun* not *funner*," stated her mother.

"Don't feel bad, Sweetheart, you will have the grand tour one day," her father promised.

"Je ne suis heureuse...Mon petit amour..."*9

"Quel ennui,"*10 thought Lynne as she sat by the window watching her nanny sew and listening to her hum a French love song.

"Pardon, Mademoiselle,"*11 she approached. Receiving no answer, Lynne was about to call louder. The child changed her mind. Quietly, she walked to the desk, slipped the key into the pocket of her pink and white gingham dress, and silently went out the door.

It did not seem that she had been out very long or that she had gone very far when Lynne discovered that she had not made any progress toward the Eiffel Tower and she was lost.

"Mon dieu!" cried a lady dressed in pink, "Une petite enfante toute seule!"*12

"Je repeat...er...repeatez, s'il je voudr..."*13 Lynne burst into tears of embarrassment and began to run. She thought she had perfect command of the French language. She also knew that it was dangerous to talk to strangers no matter how nice they looked.

"Arretez, arretez ma petite!"*14 called the pink lady, "Je...ah...I vill not hurt jou. Where are you going? Where are your parents?"

"My parents are at my Daddy's lecture. I am going to the Eiffel Tower and I do not talk to strangers!" the child answered and went on her way.

"The Eiffel Tower is this way," the lady pointed.

"I knew that!" Lynne announced defensively and ran in that direction.

The lady in pink followed at a distance calling out directions until they reached their destination. Five-year-old Lynne observed the impressive structure in awe. This was the Eiffel Tower of which her teacher had read to the kindergarten class. Lynne could hardly wait to tell her friends about this trip.

Thinking of the time, she turned to the pink lady, "Could you please tell me how to get to the Hotel Matignon?"

"Certainly," she began by pointing the direction. However, before she could continue, the child was gone. The lady was once again compelled to follow and give directions at a distance.

Returning to the hotel, Lynne was both excited by the adventure and relieved to be in familiar surroundings. She ran up the great staircase whose banister she had used as a slide. She matched the number on the key to the number on the suite's pink door, unlocked it and went back inside. Mademoiselle Hortense was still sewing and singing. Lynne sat and looked out the window. She saw the lady dressed in pink wave to her from the street. Lynne smiled and waved back. Right before her eyes, a pink door appeared in the middle of the street; the lady opened it and vanished inside.

The childhood memory was interrupted by a continuing interrogation.

"I'll bet it's an act of terrorism. What else could it be?"

"It could have been a strike or some group trying to-"

"Then they would have bombed a factory or something, if-"

"That's right. They wouldn't bomb a cafe with innocent visitors. I think John is right. Terrorists."

"Yeah, you're probably right. Terrorists. What do you think, Lynne."

"You should give us a first hand account. What happened?"

"Did you see what happened?"

"She doesn't know," Ilse interjected.

"Leave her in peace," Jans continued, "There's nothing for her to say."

"She didn't know anymore than you and you walked by there too," Gabrielle stated.

"Of course, she did. She just whispered something. What was it?"

"Nothing. She didn't say anything," Miles defended.

"We were in the boutique when she ran across the street into that bakery. We saw her."

"What made you run?"

"How come you ran away?"

"You did know something!"

"Come on, Lynne there has to be something you're not telling us!"

"Exactly! You're not telling us anything! What's the deal!"

"No deal!" Lynne answered. She was suddenly angry. The spotlight that she loved so much was glaring. How dare they interrogate her like a criminal? She wished she could escape; if something or someone would get her out of there.

Lynne's wish was sadistically granted as two frightening uniformed giants approached the group, "Leene Connnellleee!" demanded the one with the thick salt and pepper beard. The other, deathly pale and at least seven feet tall oppressively grabbed Lynne's petite frame.

"Nnnnooo! Let go of me!" she screamed, "Help! Let go! Help! Help!"

No one came to help. There was no Italian *knight in shining armor* to rescue her. Lynne was surprised and baffled that Madame Deschamps and Marc did nothing but point her out. The other students in the tour group eyed the spectacle. Her friends wore frightened, nonplused expressions; the rest had judged her guilty and looked on with satisfied stares. Ignorance her only crime, Lynne continued to cry and struggle as she was shoved into a car and driven to an unfamiliar building. The car and the giants' uniforms identified themselves as property of the international police. The building was the interpol headquarters in Paris.

Lynne was once again attacked and interrogated, this time more serious, more accusatory.

"I don't know!...I met him in Paris...I don't understand...I didn't run away, I was..." Lynne was sobbing as a familiar face appeared.

Rushing to his side, Lynne felt safe again. "Guy! Thank God!" Without thinking, Guy took Lynne in his arms and buried his face in her raven curls.

"Are you OK?" she whispered, "What's going on?"

That instant, he shoved her away. Lynne clung to him. "She's the one!" he shouted as the Parisian amoureux were torn from each other.

She did not understand Guy or the situation, but she knew that his statement did not help. Once again, the uniformed giant seized her.

"Nnnnnoooo!" resuming her cry and struggle, she was shoved into a chair in a small room.

Lynne landed crashing on the floor. She got up painfully and looked around. The room was small with an old rectangular table and some chairs. No windows. The place reminded her of an interrogation room from a movie.

"Why was I brought here? Why was Guy brought here? Who were those people that always interrupted us? Were they interpol? Were they terrorists? Why us of all people, we're

just American students? Is Guy really involved with some terrorists...or something?... No! He can't be! He must have been threatened,...blackmailed,...something...otherwise why?..."

The distressed teen faced another interrogation from her own heart, but who had the answers? Hopelessly, she tried the door, almost knowing it was locked. It was. Her stomach lurched with the realization that she was trapped. She was at the mercy of the unknown with no chance to defend herself.

Startled by a sudden noise, Lynne looked up. The door opened slowly, stealthily. She was very scared now. She didn't dare to imagine what would follow...

* * * * * * * * * * * *

Part 4) The Other Side of the Pink Door. The Previous Day. ~

"I just had my door refinished," Antoinette explained to her brother, "It is now a very pale, almost neutral shade. No one on earth would care to notice such a color."

"It is still pink, *^*^*^*!"

"My earth name is *Antoinette*, so please stop calling me *^*^*^*."

"Very well, Antoinette, your telport door is still pink. Only black, white, or gray are considered neutral, otherwise someone will see you. Remember that child from your first excursion! Then, there was-"

"Oh Anthony, you worry far too much! Now let's go to earth," Antoinette began to program her itinerary.

"That is the silliest name! As for me, I prefer <^><^><^>."

"Well, they would never be able to pronounce that on earth, not in any language."

"Of course not," Anthony snorted, "Those creatures don't even understand each other."

"That's because each language is spoken only in certain places. For example, I am taking you to Paris, which is the capital of France. The people there speak French, but in America, where that child Lynne was from-"

"Another odd name!"

"Anthony! Anyway, in America, the people speak English."

"I thought the people of England spoke English."

"They do. Their dialect is a little different, but not much."

"Can they understand each other?"

"Of course, unless they talk about *erasers*!"

"What? I don't understand."

"That's good. You are too young."

"From that grin, I suspect you have adopted their primitive humor."

"Now, now, Anthony. Let's go. My new telport door is ready. I-"

"Wait, Antoinette," her brother hesitated. "I really am nervous about your pink telport door."

"Don't worry. It is too pale to be noticed."

"That is what you said when you first got your telport license and went to Paris last time. And that child saw you. At least, go change your dress."

"That child had a fondness for this color, otherwise-"

"Otherwise, I should have told Mother."

"Please don't. I will not be allowed to telport for-"

"Then no more contact with those creatures."

"I won't, but it is dangerous on that planet for a small child like Lynne to be alone. I didn't want anything bad to happen to her!"

"Bad things happen constantly to people of all ages on earth. I told you they are primitive creatures."

"I admire them, Anthony. Be nice and please don't tell Mother about my last trip to Paris."

"As long as you don't repeat such behavior, Antoinette. And change your outfit!"

"All right, just the dress, but I am keeping the hat. I, too, have a fondness for this color. "

"Such primitive habits. I do not understand this fondness for a certain color. Any color can be aesthetically pleasing, provided that..."

"Yes, but earth people are more pleased by their favorite."

"Illogical. Just as bad as their inability to understand one another."

"Be nice, Anthony, and don't demonstrate that your manners are primitive!"

"Fine, but why don't they learn the languages of different nations. We understand our entire planet and theirs and-"

"Because they can not travel as we do. They do not travel as rapidly. It takes them more than a day, just to get to another part of their planet and they are just beginning to travel outside. We can pick up a language through a brief sample from a native speaker. However, they must study it for years."

"That is truly odd. They don't even live that long. Our life expectancy is two-hundred-and-seventy-five to three-hundred years. People on earth are lucky if they reach one-hundred. Still, they are old and decrepit; a two-hundred-and-seventy-five-year old here will be as fit and energetic as a healthy fifty-year-old on earth. That child Lynne will be in her adolescence now."

"Listen to you! C*hild* indeed! On earth, you will look like a ten year old child yourself. Stop acting so superior!"

"We spent our childhood acquiring knowledge and our adolescence in strict discipline learning to apply that knowledge. On earth, they have drugs, diseases, teenage pregnancies and suicide!"

"That is true, but they are trying to find solutions. They have advanced in many areas-"

"Perhaps, but many civilizations seem to have gone backwards. Another problem is that they are always at war. I don't understand-"

"War is something which I do not understand either. Even people on earth don't understand why they have so many wars. However, our civilization had problems too. As recently as the last century, this land was in the midst of a terrible civil war."

"Yes, I have to write a paper on that for history."

"Then let's go to Paris now, because you have to be back soon and study."

"Do you know if we lived on earth, I would be studying at their institutions of higher learning, not their elementary schools! We are much further advanced!"

"If you would like to stay on earth. You may be enrolled in such an institution! I will tell Mother-"

"Never!" Anthony cried.

"All right, shall we go?" his sister laughed.

"OK, Antoinette, let's go," he sighed, "I am thankful it is only a visit."

* * * * * * * * * * * *

Part 5) Back at the Interpol Headquarters in Paris. The Same Day. ~

"God only knows what they will do," Lynne's tiger eyes welled up with tears. She thought of her family and friends.

"Don't slide down any banisters," her father had teased as he quickly went over his meticulous list of essentials and FYIs.

"Be safe, be careful and have fun!" her mother had warned, hugging Lynne tightly.

"Bye. Be careful," Frederick had smiled handing his sister a bouquet of pink roses, "I'll miss you a little. Only a little!" Her brother had insisted as Lynne hugged him.

"Don't pick up too many guys!" Laura Lee had laughed.

"Will I ever see them again?" Lynne cried soundly, as a massive figure entered.

"Mademoiselle!" he bellowed.

"Lynne, are you OK?" another figure entered. She recognized the voice of Marc, their tour guide.

Lynne shook her head. "No! I want know what is going on! I was interrogated!...as if I was some...some terrorist! Where is Guy? What was all this about? Please! I want to know! And that creep who grabbed me! He...he..."

"Sorry about Captain Moons. He lost his family to terrorists and hijackers. That's why he's so rough."

"Rough is an understatement! Try police brutality! And what about-"

"Did he tell you who he was?"

"Who?"

"Guy whatever..."

"Gaetano diLaurenti, nickname Guy. Yes."

"What did he tell you?"

"He was born in New York City. He lived there all his life until high school. His parents moved to Memphis in his junior year and then he went to NYU for one semester, but he liked Columbia better. He doesn't know what he wants to major in yet. He might-"

"Actually he is Arabian," Marc interrupted, "No one knows his real name. Gaetano diLaurenti is one of his aliases. He is part of an international terrorist organization. We have been trying to catch him for years."

"No! Why would he... How did he get involved? They must have threatened... What's going to happen to him!"

"I'm sorry, Lynne, those are the facts. I can not tell you anything further," Marc stated, "I have been with the interpol for five years now. The tour guide job is only a cover."

"This sounds too far-fetched," Lynne answered, "It doesn't make any sense! He loved old movies and musicals...his mom used to... That must be it! They threatened his mom! He's very close to her!"

"That is far-fetched. They don't care about anyone!"

"But that time in the cafe...Guy yelled for me to 'go away.' I know...I know he cared about me! He didn't want me to get hurt! What is going to happen to him?"

"That is none of your concern."

"Then why was I interrogated and...and why would Guy ask me out in the first place? Did you people think that I had a missile at home in the garage!"

"Captain Moons insisted on bringing you in, but we know that Guy's interest in you was entirely personal. You are a very nice and pretty girl, Lynne."

"This is crazy," once in her life, Lynne Connelly ignored the complement, "We used to talk about old movies...and school...and things... A couple days ago, I was writing home to my family and friends and just now I was scared that I would never see them again! What-"

"We know. Dr. & Mrs. Connelly, Mr. Frederick Connelly, and Miss Laura Lee Haynes. Your correspondence was intercepted."

"How dare you! How dare they interrogate me! I didn't even get a chance-"

"I know what you are feeling, Lynne," Marc confided, "It happened to me too."

"You! How?"

"Well, I had just graduated from college. I came to Paris looking for romance, only mine got more serious. I married her."

"And?"

"She was like your Guy. They had other priorities. I wasn't very high on her list. She would have sold me if I hadn't come to my senses. It was hard for me to turn her in, but you know..." Marc paused, "Guy had no trouble."

"What was she up to?" Lynne ignored the last comment.

"She was in the world's oldest professions and into drugs. She was working in a boutique where I met her. I was getting a present for my mother. I thought she was helpful and had good taste."

"She worked in a boutique? What about..."

"That was a cover. Just like Gaetano diLaurenti, student. He is part of an international terrorist organization. You know those people have-"

"No, I don't know anything about those people and I don't want to!" Lynne burst into tears, "How could you turn your wife in? You should have protected her? You could-"

"There was nothing else I could do, Lynne," Marc answered plainly, "She didn't care for my protection. You don't know how those people-"

"But, I did know Guy. I knew his heart! I knew him as a person. When he accused me it wasn't the Guy I hanged around with. He was a desperate person robbed of his rights and threatened just like me. Thank God mine is over, but his is permanent... What's going to happen to him?"

"Lynne you are very young," Marc comforted, "You are innocent. There is much that you don't understand."

"You are right about that," Lynne admitted.

Suddenly, her confusion turned to shock as she saw the lady dressed in pink walk past her. A pink door appeared in the corner, no one else noticed as the lady opened it and vanished inside.

What was that pink door; the way to another dimension, another time, or another world? Was there a pink door? Lynne knew there was one to her bedroom at home and in that hotel here in Paris. Those were real, tangible, but could there be others? Other doors, real but elusive and intangible leading down forbidden or welcoming pathways to a special heart and mind.

Lynne and Guy lived on the same planet but different worlds. Hers was the sheltered world of middle-classed suburban America. His was the sinister, secret hideaways of groups with barbaric means of achieving dubious intentions. His mother with her love of music and movies was Guy's pink door to another happier, less complicated world. Lynne hoped that she had opened another such pink door for him in Paris; if only there could be a permanent one.

******* Translations of French Phrases:

1. "Excuse me, Guy..."

2. "Why doesn't he ever have breakfast with you?" Gabrielle demanded.

3. "Where is Guy now?"

4. "I am sorry, Miss. But-"

5. "Thank you, Hortense. We will meet here after breakfast."

6. "Yes, Ma'am."

7. "...thank you very much! Isn't that right?"

8. "Correct, my dearest," her mother answered.

9. "I am not happy...My love..."

10. "How boring," thought Lynne...

11. "Excuse me, Miss," she approached.

12. "Oh my god!...A small child all alone!"

13. (Nonsense. No proper phrase.)

14. "Stop, stop my little one!"

VEGETABLES

Vegetables, vegetables, is that all people eat?
No Kentucky Fried Chicken or just plain meat.
Vegetables this vegetables that
They only eat it because it has no fat.
Broccoli comes first
Then comes peas
Oh no, watch out here comes a sneeze.
I sit at the dinner table staring in fright
There are 1, 2, 3, 4, 5 vegetables on my plate!
Isn't that just great?
I think of an excuse to get away
Without eating any vegetables for the rest of the day!

-- Priyanka Mahalanobis (Age: 11 years)

MY CLOSET

My closet is full of junk,
That is why I need a trunk.
I never let my mother open it,
Because she will have a fit.
It is very dirty inside,
I don't put my toy to slide.
Everytime I open it, everything falls out,
Then I shout, shout and shout.
My mother runs to my room,
Then I take a broom,
I put everything back in the closet,
My problem is over, everything is set.

-- Monalisa Ghosh (Age: 9 years)
Monroeville, AL

"This poem has been selected as one of the most creative submissions and has earned a page in the 1995 edition of the Anthology of Poetry by Young Americans."

M.G. Nickles, Editor,
Anthology of Poetry by Young Americans
P.O. Box 698
Asheboro, NC 27204

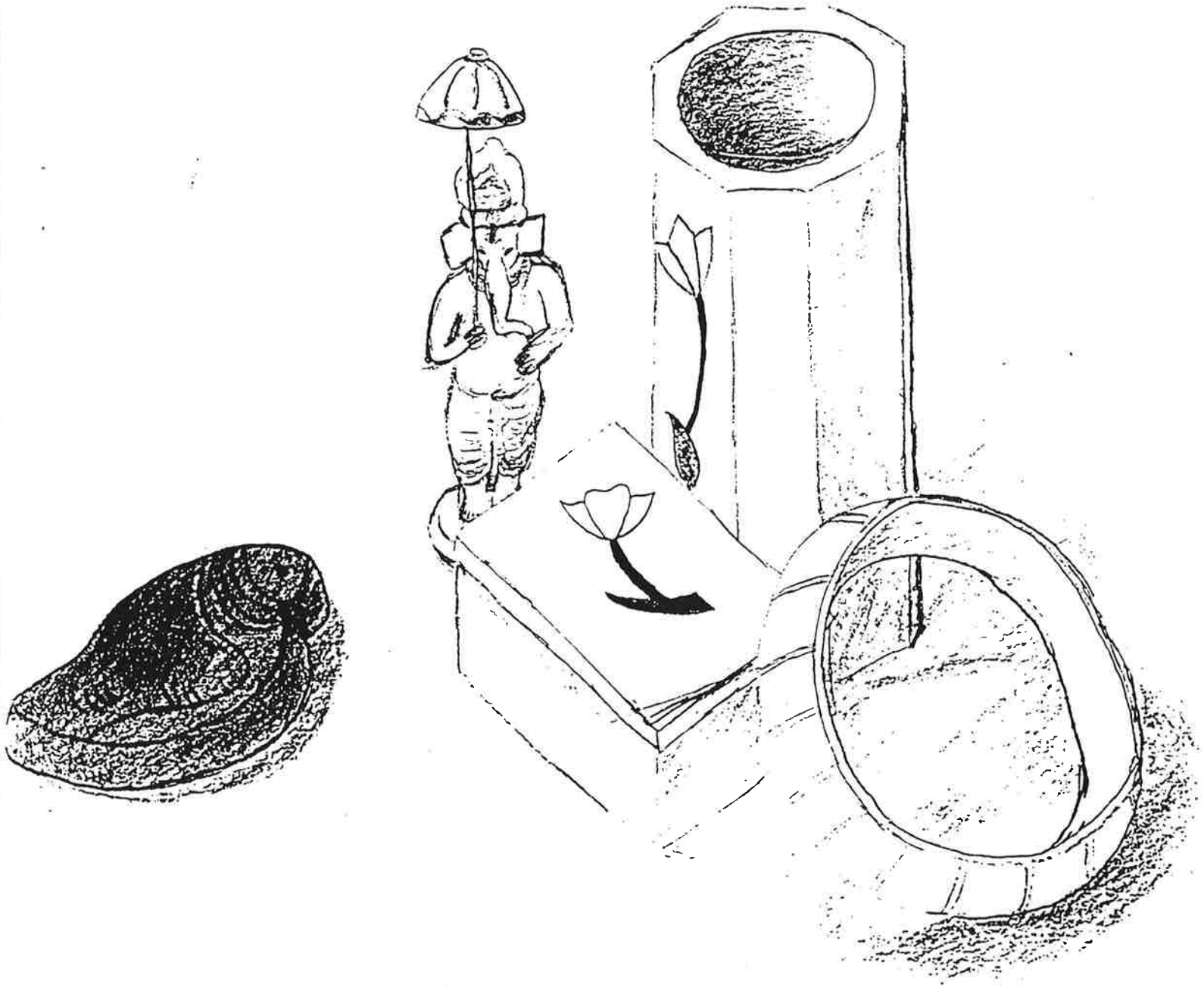

STILL LIFE
Marjorie Sen

HUUMIMGBIRDS

Hummingbirds come to my hummingbird feeder.Sometimes they fight with bees, wasps and sometimes even with each other for the suger-water we set out for them.Once I got very close to a hummingbird.It made a loud buzzing sound.I was startled because I thought it was a bee.The hummingbirds that come to our garden are ruby-throated hummingbirds.They're the only species of hummingbirds I have ever seen.But I know many other kinds of hummingbirds.The blue-throated hummingbird is the largest hummingbird in the U.S.A.It is five inches.The largest hummingbird known is the giant hummingbird which can grow up to eight and a half inches long.The smallest hummingbird known is the Cuban bee hummingbird. It can grow up to two and one fourth inches.Other exotic hummingbirds are sword-billed hummingbirds.They have very large bills.The male sapho comet has bright red tail feathers that extend like comets.The male western streamer tail hummingbird have two long black tail feathers.Hummingbirds eat nectar from flowers by lapping it up with their tongue.Hummingbirds eat gnats aphids mosquitos,ants,spiders for proteins.Hummingbirds also have predators.Large praying mantises can eat small hummingbirds.Hummingbirds can also get stuck in spider webs and be prey for spiders.The Central American anole,a lizard in Central eats hummingbirds.Crows eat hummingbird egg-if they get a chance.There are a lot of endangered hummingbirds.They live in rainforest and their habitat is being cut down.If you want to see hummingbirds in your own yard,you should get a humming-bird feeder and you should plant red flowers.Then you might hear the buzz of a hummingbird.

The End

BY : Rahul Basu (Age-9)

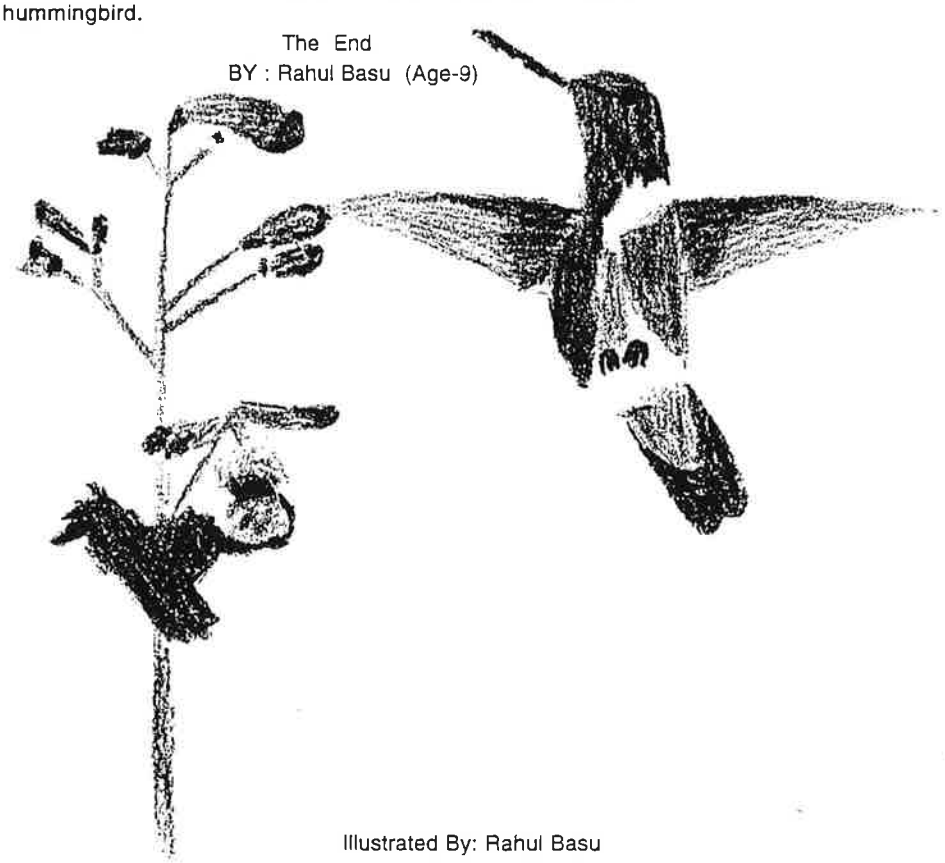

Illustrated By: Rahul Basu

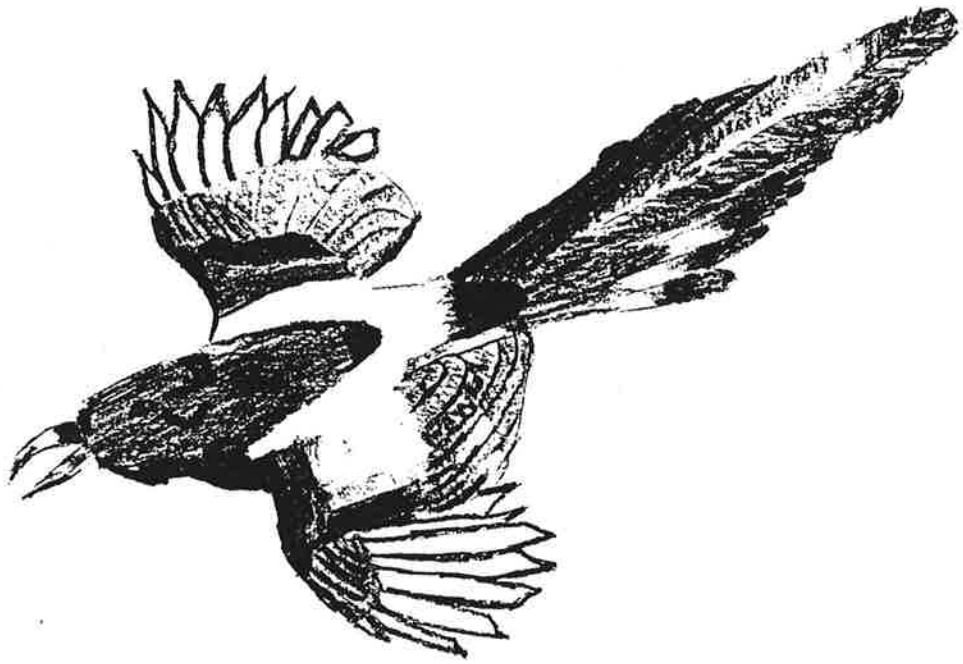

Pia Basu

MAGIC NATURALLY

How does a bird fly?
Up in the air so high.
Maybe it flaps its wings, really fast.
Or maybe it glides in the air.
Maybe it learned from the birds in the past.
How do you think a bird can fly, up in the air so high?

-- Pia Basu

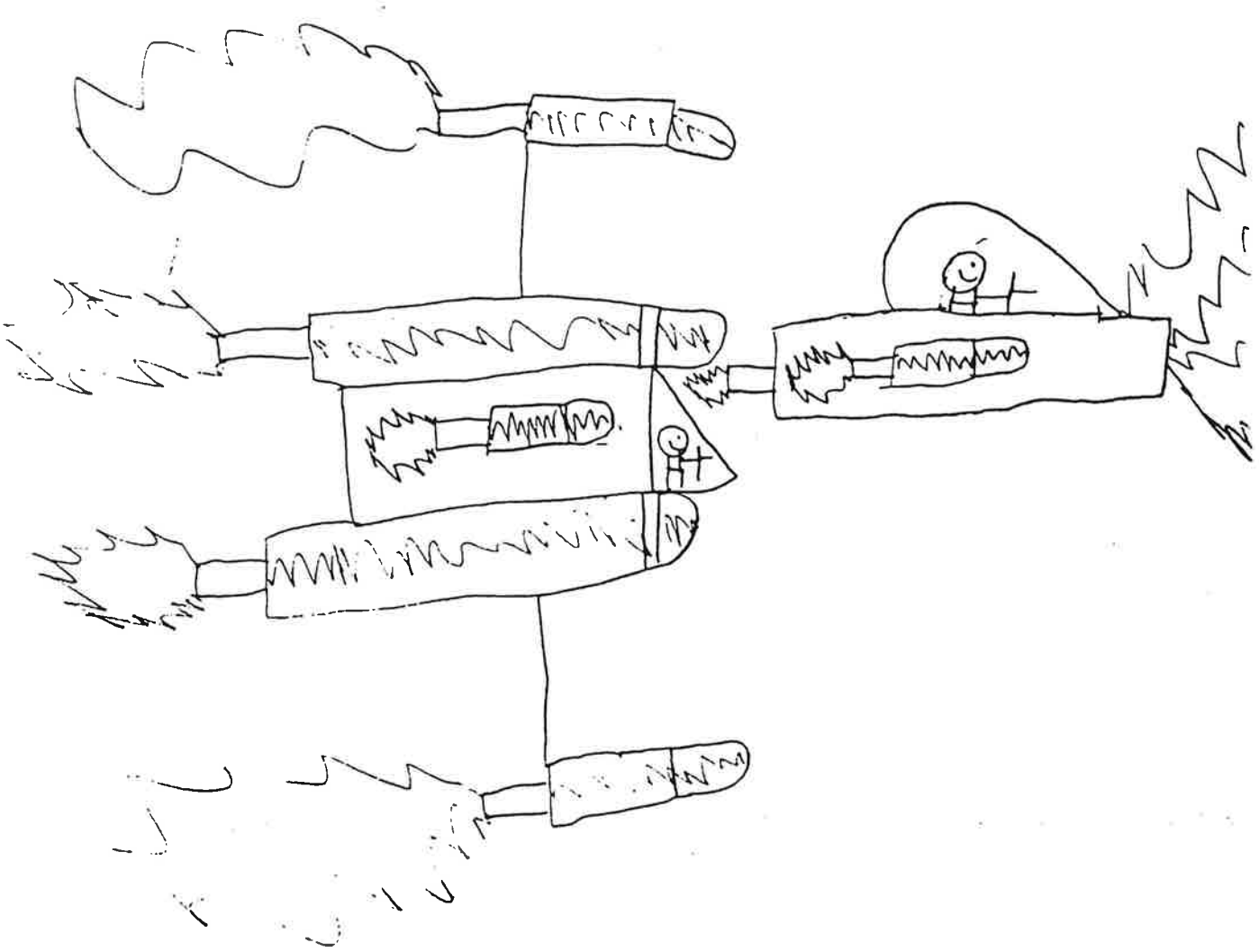

MISSILE SHOOTING
Debayan Bhaumik (Age: 6 years)

THE OLYMPICS

Joe Bhaumik (Age: 10 years)

My Dad, my Brother, and I went to three Olympic events. We went to Track and Field, Rowing, and Field Hockey. My favorite event was Field Hockey. The reason I like Field Hockey is because there is a lot of action in the game. I saw Australia beat Germany 2 to 1 and Holland beat Spain 3 to 2. Holland got the Gold, Spain got the Silver, and Australia got the Bronze.

My second favorite was Track and Field. Track and Field had a lot of good events like a 20 kilometer walk, the High Jump, and the Hundred Meter Sprints. At the High Jump the men were jumping around 7 ft. Rowing is also one of my second favorite events. My favorite race was when the U.S.A. even won a medal in the Men's quadruple event.

My other favorites are Basketball, Biking, Soccer, Swimming, and the Pole Vault. The reason I like Basketball is that I have played it before. I like Biking, you get to watch the Olympic Bikers for free. Soccer is a good sport. I swim a lot and enjoy it.

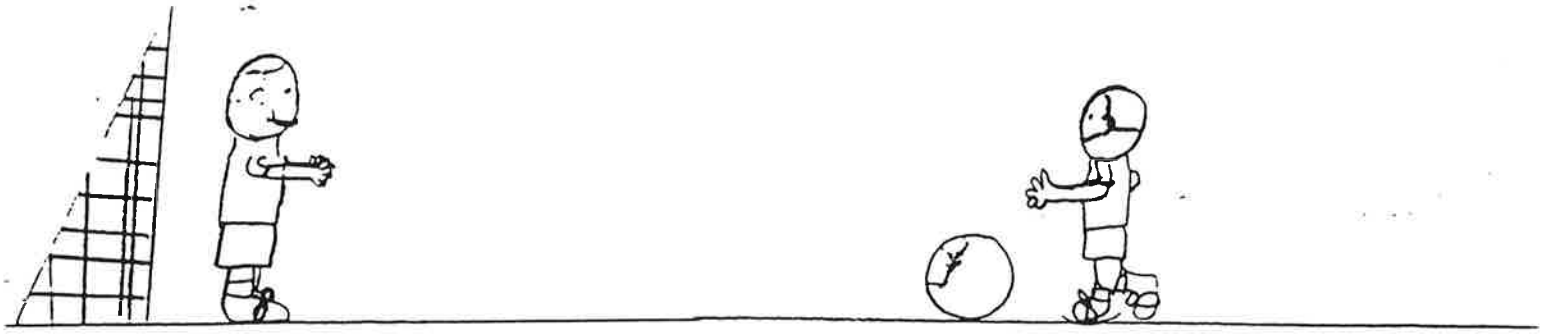

SOCCER

Joe Bhaumik (Age: 10 years)

ENTERTAINMENT PROGRAM
19th October 1996

1. Udbodhan Sangeet: Vocal - Asok Basu, Mamata Basu, Madhumita Chatterjee, Susmita Datta, Jayanti Lahiri, Somnath Mishra, Saibal Sen Gupta;
Accompaniment - Asok Basu (Harmonium), Mamata Basu(Manjira), Samir Chatterjee (Synthesizer) and Amitava Sen (Tabla).

2. Recitation: Rajiv Bhattacharyya (Augusta)

3. Vocal: Susmita Datta

4. Bharatnatyam: Julia Samaddar (Augusta) Choreography: Kakoli Basu (Augusta)

5. Vocal: Madhumita Chatterjee

6. "Ananda Marshum" Group Dance - Mahua Basu, Atasi Das, Reshma Gupta, Priyanka Mahalanobis, Marjorie Sen. Choreography: Reshma Gupta

7. Instrumental Music Anirban Basu (Bappa)

8. Vocal Indrani Ganguly (Augusta)

9. "Kuler Khojey Akuley" Vocal - Madhumita Chatterjee, Susmita Datta, Somnath Mishra, Saibal Sen Gupta,
Instrumental Accompaniment - Samir Chatterjee (Synthesizer)
Dance - Rajashri Banerjee, Soma Datta
Narration - Madhumita Chatterjee, Sanjib Datta, Deepanita Sen Gupta
Compilation: Sanjib Datta, Script: Arup Bandopadhyay (Nashville)
Coordination: Somnath Mishra

10. Vocal Asok Basu

INTERMISSION

11. PLAY **KANCHNANRANGA** - Written by: Sambhu Mitra

CAST - in order of appearance

Panchu : Amitava Sen
Jadugopal : Samar Mitra
Amar : Sanjib Datta
Chitta : Pranab Lahiri
Tarala : Shyamoli Das
Samar: Kanti Das
Tenant: Soma Datta
Film Director: Sushanta Saha
Ginni : Kalpana Das
Seema : Sutapa Das
Batu: Debankur Das

Costume : Kalpana Das
Music: Amitava Sen, Jayanti Lahiri
Direction : Jayanti Lahiri

SYNOPSIS OF PLAY "KANCHANRANGA"

(Abridged from the play "Kanchanranga" by Sombhu Mitra)

"Kanchan" means treasure and "Ranga" means satire: this is a satire about attitudes of a middle class family coming into close encounters with new-found wealth.

Panchu, a distant relative, has been brought to Calcutta by Jadugopal and his wife from their village, ostensibly to help him settle down. However, for all practical purposes, he has been relegated to the duties of an unpaid and much-maligned house servant. Neither the middle-aged couple nor their unemployed sons Amar and Samar, or their college-going daughter Seema, have anything but contempt for Panchu. The only person who treats him as a human being is Tarala, the maid – who in fact has a soft corner for him.

Panchu has been given a lottery ticket by Batu, who lives upstairs. As luck would have it, the ticket wins a grand prize. Attitudes immediately change towards Panchu. Each member of the family treats him very well in the hope of extracting his/her own benefit. Panchu's own ego also gets a big boost. Through all this, Tarala's feelings for Panchu remain unwavering. Later, it transpires that Panchu has missed the grand prize just by one digit in the ticket number. Immediately his treatment by the family changes; he is about to be thrown out of the house when a telegram arrives to announce that Panchu has in fact received the grand prize! Panchu, in the meantime, has assessed his own true worth. He reciprocates Tarala's true love for him by handing over his winning ticket to Tarala, and goes away with her.

SPECIAL THANKS
for Decoration, Food, Costume, Video, and other help to:

Achira Bhattacharya
Amitava Sen
Anjali Dutta
Arati Mishra
Asok Basu
Asima Das
Bijan Prasun Das
Bula Gupta
Chaitali Basu
Debankur Das
Dipa Sen Gupta
Ira Mukherjee
Jayanti Lahiri
Kalpana Das
Kalpana Ghosh
Krishna Sen Gupta
Mamata Basu
Mamata Ghorai
Maya Mukherji
Meera Ghosal
Molly De
Nita Srivastava
Pranab Lahiri
Priya Kumar Das
Reema Saha
Rekha Mitra
Rupa Gupta
Rupak Das
Saibal Sen Gupta
Samar Mitra
Sanjib Datta
Shanta Gupta
Sharmistha Das
Shyamoli Das
Sibani Chakravorty
Soma Datta
Somnath Mishra
Suhas Sen Gupta
Sushanta Saha
Susmita Datta
Susmita Mahalanobis
Sutapa Das
Suzanne Sen
Swapan Bhattacharya
Sweta Bhaumik

PUJARI : ATLANTA : DIRECTORY

Debjani & Subhashish
204 Summer Wind Drive
Jonesboro, GA 30236

VITHA JEWELLERS, INC.
1594 Woodcliff Drive, Suite B
Atlanta, GA 30329

Akmal, Nila & Musharatul Huq
4300 Steeple Chase Drive
Powder Spring, GA 30073
(404) 439-7308

Bagchi, Dr. Satikanta
1132 Redan Trail
Stone Mountain, GA 30088
(404) 413-5821

Bandyopadhyay, Narayan & Anima
1849 Hidden Hills Drive
N. Augusta, SC 29841
(803) 278-2707

Bandyopadhyay, Ranjit & Chhanda
3629 Pebble Beach Drive
Martinez, GA 30907
(706) 868-7627

Bandyopadhyay, Swapan & Suchira
461 Creek Ridge
Martinez, GA 30907
(404) 868-8300

Banerjee, Bhaskar
1422 D, Druid Valley Drive
Atlanta, GA 30329
(404) 325-8470

Banerjee, Jharna
3665 Bay Point Court
Martinez, GA 30907

Banerjee, Jharna & Gaur
157 Wedgewood Avenue
Woodbridge, NJ 07095

Banerjee, Manjushri & Aniruddha
2201 Royal Crest Circle
Birmingham, AL 35216

Banerjee, Mr. & Mrs. Subir
4533 Sherry Lane
Hixson, TN 37343

Banerjee, Souvik
1907 South Milledge Ave. #F12
Athens, GA 30605

Banerjee, Sukumar & Nibedita
723 Jones Creek
Evans, GA 30809
(706) 855-7268

Banerji, Shibesh K.
Country Club,
3260 F Medlock Bridge Rd.
Norcross, GA 30092

Banik, Dr. & Mrs. Naren N.
2337 Stevenson Drive
Charleston, SC 29414
(803) 571-6010

Basu, Kakoli
1006 Bonair Drive
Augusta, GA 30907
(706) 855-6472

Basu, Madhumita & Asis
1620 Rosewood Drive
Griffin, Ga 30223

Basu, Mamata & Asok Kumar
494 Rue Montaigne
Stone Mountain, Ga 30083
(404) 292-8323

Basu, Robi & Choitali
208 Hill Top Drive
Peachtree City, Ga 30269
(404) 487-4922

Basu, Rupa & Ronnie
1412 Basswood Circle
Bloomington, In 47403-2815
(972) 496-5089

Bhargave, Jagan
8232 Carlton Road
Riverdale, Ga 30296
(404) 471-4418

Bhargave, Pramodini
643 Wellington Way
Jonesboro, GA 30236

Bhattacharya, Nilabhra
Campus Quarters #80,
660 E. Campus Road
Athens, GA 30605

Bhattacharya, Purabi & Arun
1014 Eagle Crest
Macon, GA 31211

Bhattacharyya, Mr. & Mrs.
Nripendra
122 Ashley Circle # 3
Athens, GA 30605
(404) 543-8333

Bhattacharyya, Munna & Swapan
6480 Calamar Drive
Cummings, GA 30130

Bhattacharyya, Parna & Jnanabrata
150 E Rutherford Street
Athens, GA 30605
(706) 613-0987

Bhattacharyya, Rash & Sujata
260 Danview Road
Jacksonville, AL 36265
(205) 435-8846

Bhattacharyya, Sudhamoy
4616 Mulberry Creek Drive
Evans, GA 30809
(706) 855-8515

Bhaumik, Dharmajyoti
185 Pine Club Lane
Alpharetta, GA 30202

Bhaumik, Mahasweta
4351 Revere Circle
Marietta, GA 30062

Bhaumik, Sumita & Gokul
3658-F West Chase Village Lane
Norcross, GA 30092
(404) 734-0561

Bhowmick, Neil
143-B Sandburg Street
Athens, GA 30605

Biswas, Indrani & Tarun Kumar
200 Old Boiling Spring Rd. #29
Greer, SC 29650

Biswas, Sheila & Debdas
126 Balsam Lane
Aiken, SC 29803

Bose, Nandita & Anil
315 Kingsway
Clemson, SC 29631
(803) 654-4898

Bose, Nandita & Anil K.
315 Kingsway
Clemson, SC 29631
(803) 654-4898

Bose, Santanu
1984 Kimberly Village Ln. APT - E
Marietta, GA 30067

Bose, Soma & Pradip
2364 Abbeywood Road
Lexington, KY 40515

Chacraborty, Benu Gopal & Shibani
1600 Louise Drive
Jacksonville, AL 36265
(205) 435-3629

CHAKRABARTI, BIKAS
1102 Chesterfield Road
Huntsville, AL 35803

Chakraborty, Sivani, Chitra & Ranes
5049 Cherokee Hills Drive
Salem, VA 24153
(703) 380 2362

Chakravarti, Bulbul & Deb Narayan
1360 Star Cross Drive
Vestavia Hills, AL 25801

Chakravorty, Rita & Satya
6025 Twinpoint Way
Woodstock, GA 30189
(770) 592-0563

Chakravorty, Sriparna & Barid
164 Rivoli Landing
Macon, GA 31210
(912) 474-5390

Chatterjee, Lily
16 LaPlace
Jackson, TN 38305
(901) 668-9285

Chatterjee, Madhumita & Samir
4155 Satellite Blvd. Apt #411
Duluth, GA 30136
(404) 368-1173

Chatterjee, Nupur & Prabir
7092 South Wind
Columbus, GA 31909
(704) 321-9200

Chatterjee, Sumitava
186 Hurt Street. N.E. Apt.4
Atlanta, GA 30307
(404) 524-6779

Chowdhuri, Kanika & Dilip
9404 Ashford Place
Brentwood, TN 37027
(615) 370-3575

Chowdhuri, Srabanti
179 Woodrow St. #13
Athens, GA 30605

Das, Anjana & Ashit
789 N. Main Street
Alpharetta, GA 30201
(404) 667-3574

Das, Bithika & Amaresh
132-1 Ashley Circle
Athens, GA 30605
(706) 613-5865

Das, Kalpana & Dr. Bijan P.
1364 Chalmette Dr.
Atlanta, GA 30306
(404) 874-7880

Das, Lekha & Ajit
1382 Chapel Hill Court
Marietta, GA 30060

Das, Nirmal
109 Teressa Drive
Statesboro, GA 30458

Das, Nirmal & Ashima
5110 Main Stream Circle
Norcross, GA 30092
(404) 446-5691

PUJARI : ATLANTA : DIRECTORY

Das, Raja
1506 Vinings Trail
Smyrna, GA 30080
(770) 433-9477

Das, Sharmistha & Debankur
500 North Side Circle #DD3
Atlanta, GA 30309

Das, Shyamali & Kamalendu
465 Lawnview Circle
Morgantown, WV 26505
(304) 599-9406

Das, Shyamoli & P. K.
4515 Holliston Road
Doraville, GA 30360
(404) 451-8587

Das, Sutapa & Soumya Kanti
1476 Country Squire Court
Decatur, GA 30033
(404) 496-1676

Datta, Anjan
237 South Gay St. Apt#34B
Auburn, AL 36830

Datta, Baishali & Gourishankar
102 College Station Road #F 109
Athens, GA 30605

Datta, Harinarayan
Dept. of Statistics, Univ. of Georgia
Athens, GA 30602

Datta, Soma & Sanjib
1310 Spring Gate Circle
Woodstock, GA 30189
(770) 591-7160

Datta, Susmita & Somnath
4175 Oaknoll Circle
Duluth, GA 30136
(770) 613-0421

Datta Gupta, Indrani & Ranjan
215 Weatherwood Circle
Acqwerth, GA 30201

De, Mr. & Mrs. Anindya
3513 North Decatur Road
Scottsdale, GA 30079-1804

Debnath, Maya & Sudhir
2794 Pontiac Circle
Doraville, GA 30360
(404) 986-9190

Debsikdar, Nupur & Jagadish C.
4546 Trappeurs Crossing
Tuscaloosa, AL 35405
(205) 556-3546

Desai, Prateen & Vibha
822 Wesley Drive Nw
Atlanta, GA 30305
(404) 351-7882

Deshpande, N. U.
1122 State Street
Atlanta, GA 30318

Dey, Nupur & Susanta
206 Vail Ave., #217
Birmingham, AL 35209

Dhruv, Mrs. Suhas
4279 Lehaven Circle
Tucker, GA 30084
(404) 493-7197

Dutt, Sharmistha & Swarna
3000 Highway 5, #316
Douglasville, GA 30135
(770) 942-5525

Dutta, Arun & Mallika
4217 Dunwoody Road
Martinez, GA 30907
(706) 868-5373

Dutta, M. C.
1041 Stage Road
Auburn, AL 36830
(205) 826-3921

Dutta, Raj K.
U D I Box # 787
Fitzgerald, GA 31750

Gangopadhyay, Nupur & Archana
1513, 9th Avenue, Apt #12
Birmingham, AL 35205
(205) 933-6431

Ganguly, Amitava & Indrani
511 Cambridge Way
Martinez, GA 30907
(706) 860-5586

Ganguly, Prabir
1004 Bellreive Drive
Aiken, SC 29803

Ghorai, Dr & Mrs Sushanta
1430 Meriwether Road
Montgomery, AL 36117
(205) 277-2848

Ghosh, Kalpana
1833 Penny Lane
Marietta, GA 30067

Ghosh, Leena & Dipankar
5239 Jameswood Lane
Birmingham, AL 35244

Ghosh, Madhumanjari & Deepak
6640 Akers Mill Rd, #30T4
Atlanta, GA 30339
(404) 952-8894

Ghosh, Mr & Mrs. Kanai
213 Melvin Road
Monroeville, AL 36460

Ghosh, Partha
665 Wiltshire Drive
Montgomery, AL 36117

Giri, Indrajit
179 Woodrow St. #13
Athens, GA 30605

Gupta, Mukut & Bula
107 Battery Way
Peachtree City, GA 30269
(404) 487-9877

Gupta, Rupa & Gautam
5719 Brookstone Walk
Ackworth, GA 30101

Gupta, Sabyasachi
5571 Vantage Point Road
Columbia, MD 21044
(301) 740-4367

Gupta, Shanta & Kiriti
946 Bingham Lane
Stone Mountain, GA 30083
(404) 296-7244

Jha, Sheo Kumar
1422 D, Druid Valley Drive
Atlanta, GA 30329
(404) 325-8470

Kadaba, Prasanna V.
1071 Parkland Run
Smyrna, GA 30082

Kakati, Manjula & Nabajyoti
2321 Westminster Lane
Tuscaloosa, AL 35406

Kapahi, Sunil & Rita
4642 Dellrose Dr.
Dunwoody, GA 30338
(404) 394-1851

Kesarinath, B. N.
121 Shawns Way
Martinez, GA 30907

Lahiri, Ann Barile & Yasho
188 Mount Pleasant Avenue
Mamaroneck, NY 10543

Lahiri, Manika & Samir
904 Burlington Drive
Evans, GA 30809
(706) 868-5527

Lahiri, Pranab & Jayanti
1742 Ridgecrest Ct.
Atlanta, GA 30307
(404) 378-0315

Laskar, Dr. Renu
112 E Brook Wood Dr.
Clemson, SC 29631
(803) 654-2724

Mahalanabis, Sushmita & Jayanta
1512 Moncrief Circle
Decatur, GA 30033
(404) 908-2188

Maiti, Sumita & Biswajit
105 College Station Road
Athens, GA 30605

Majumdar, Krishna & Alok K.
2610 Fauelle Circle
Huntsville, AL 25801

Mallick, Basati & Naresh C.
1432-D Southland Vista Court
Atlanta, GA 30329
(404) 634-9870

Mazumdar, Chaitali & Ashok Roy
2000 Woodlake Dr. #201
Palm Bay, FL 32905

Mishra, Arti & Somnath
202 Summit Pointway
Atlanta, GA 30329
(404) 325-8470

Mitra, Dr. A.
706 Patrick Road
Auburn, AL 36830
(205) 887-8111

Mitra, Rekha & Dr. Samarendra
1366 Emory Road
Atlanta, GA 30306
(404) 378-9850

Mitra, Sharmila & Prasanta
1909 Crapenyrtle Green
Huntsville, AL 35803

Mitra, Stephanie & Kin
135 Spalding Ridge Way
Dunwoody, GA 30350
(404) 396-4922

Mookherjee, Dr. Harsha N.
1505 Bilbrey Park Drive
Cookeville, TN 38501
(615) 526-5936

Mukherjee, Amitesh
5109 B Beverly Glen
Norcross, GA 30092
(404) 441-7616

Mukherjee, Dr. Nandalal & Maya
3320 Rock Creek Drive
Rex, GA 30273

Mukherjee, Partha & Sreelekha
2045 Pheasant Creek Dr.
Martinez, GA 30907
(706) 860-1332

Mukhopadhyay, Kunal
1907 South Milledge Ave. Apt # C/9
Athens, GA 30605

Padhye, Arvind & Sudha
2956 Wind Field Circle
Tucker, GA 30084
(404) 939-1478

Pathak, Sandra & Dr. N.
324 Seminole Dr.
Montgomery, AL 36117

Pathak, Suparna & Bimal
585 Fosters Mill Lane
Suwanee, GA 30174
(404) 995-8692

Rakkhit, Kalpana
63 Suffolk Road
Aiken, SC 29803

Rao, Giriraj & Carolina
705 Nile Drive
Alpharetta, GA 30201

Ray, Apurba & Krishna
1276 Vista Valley Drive Ne
Atlanta, GA 30329
(404) 325-4473

Ray, Dilip & Krishna
3404 Lochridge Dr.
Birmingham, AL 35216
(205) 979-5968

Ray, Madhu & Swapan
707 Regency Woods Drive, #1107
Atlanta, GA 30319
(404) 325-8856

Ray, Ratna
2008 University Boulevard
Birmingham, AL 35233
(205) 975-1823

Roy, Baidya N. & Bharati
710 Whittington's Ridge
Evans, GA 30809
(706) 868-8233

Sachdeva, K. L.
5077 North Redan Cir
Stone Mountain, GA 30088

Saha, Rama & Anuj
610 Spring Creek Lane
Martinez, GA 30907

Saha, Reema & Sushanta
3870 Vicki Court
Duluth, GA 30136
(404) 623-5608

Sam, Sam
1230 Terramont Drive
Roswell, GA 30076
(404) 992-7098

Sarkar, Jolly & Arun
3402 Primm Lane , Apt # F
Birmingham, AL 35216
(205) 978-3937

Sarkar, Moitri & Ashoke
3514 H Morningside Village Ln.
Doraville, GA 30340

Sarkar, Nurul & Rabeya
113 Red Blue Lane
Martinez, GA 30907
(404) 860-8127

Sarkar, Sushmita & Subhashish
1002 Healey Apt.,
300 Home Park Avenue
Atlanta, GA 30318

Sarker, Krishna & Dr. Sanjay
2C Country Club Hills
Tuscaloosa, AL 35401

Sen, Suzanne & Amitava
945 Nottingham Drive
Avondale Estates, GA 30002
(404) 294-6060

Sengupta, Deepannita & Saibal
3111 Waterfront Club Drive
Lithia Springs, GA 30057
(404) 819-1213

Sengupta, Krishna & Suhas
1692 Moncrief Cir.
Decatur, GA 30033
(404) 934-3229

Sengupta, Minati & Mridul
208 Queen Bury Drive #4
Huntsville, AL 35802

Sharma, Kanika & Abani
12302 Braxted Drive
Orlando, FL 32821
(407) 438-5127

Singh, Mrs. Meena
2403 Old Concord Road Apt# 301d
Smyrna, GA 30052
(404) 438-7705

Sinha, Arup
1550 Terrell Mill Rd, Apt. 17-L
Marietta, GA 30067
(770) 984-2024

Sinha, Nirmal K.
6470 Meadowbrook Circle
Worthington, OH 43085

Sinha, Uday
145 Camp Drive
Carrolton, GA 30117
(404) 834-8252

Talukdar, Baren & Gitanjali
119 Sigman Place
Martinez, GA 30907
(404) 868-7933

Talukdar, Paula & Pradip
3032 Preston Station
Hixon, TN 37343

Virdi, Paramjit Singh
2550 Akers Mill Road #E-31
Atlanta, GA 30339

Watt, P. Lali & Ian
811 Chilton Lane
Wilmette, IL 60091

Pujari

ATLANTA, GEORGIA
STATEMENT OF ACCOUNTS

1995 DURGA PUJA & LAKHSMI PUJA

Receipts:		Expenses:	
Balance from 1995 Saraswati Puja	$2,339.26	ICRC Hall Rental & Security Guard	$605.00
Donations	$3,481.00	Saris for Protimas	$45.00
Advertisements	$200.00	UHaul Rental	$217.35
		Tent Rental	$194.25
		Decorations/Program	$291.49
		Prasad & Food	$1,479.94
		Miscellaneous	$211.00
TOTAL RECEIPTS:	**$6,020.26**	**TOTAL EXPENSES:**	**$3,044.03**
Less Expenses	($3,044.03)		
BALANCE:	**$2,976.23**		

1996 SARASWATI PUJA

Receipts:		Expenses:	
Balance from 1995 Durga Puja	$2,976.23	ICRC Hall Rental & Annual Donation	$500.00
Donations	$1,134.00	Tent Rental	$173.25
		UHaul Rental	$108.27
		Decorations	$96.43
		Prasad & Food	$382.27
		Miscellaneous	$53.00
TOTAL RECEIPTS:	**$4,110.23**	**TOTAL EXPENSES:**	**$1,313.22**
Less Expenses	($1,313.22)		
BALANCE:	**$2,797.01**		

Signed: Priya Kumar Das